জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রথম স্বর্ণপদক

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ প্যারা শটপুটে ভারতের প্রথম স্বর্ণ জিতলেন শর্মিলা ধনকড়। ২০ বছরের পদকের খরা কাটিয়ে ভারতকে প্রথম কমনওয়েলথ স্বর্ণপদক এনে দিলেন হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় জেলার চিত্রৌলি গ্রামের শর্মিলা

দুর্বল নিম্নচাপ

নিম্নচাপ খানিকটা দুর্বল হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কমবে। অধিকাংশ জেলায় কমলা সতর্কতার পরিবর্তে হলুদ সতর্কতা জারি। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

অমরনাথ থেকে ফেরার পথে খাদে বাস, আহত ৩০ পুণ্যার্থী

রক্তাক্ত কাশ্মীর, ভোটের আবহে গুলিতে মৃত ২০

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৫৮ ● ২৯ জুলাই, ২০২৬ ● ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 58 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 29 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

‘প্রশ্নফাঁস দুর্ঘটনা নয়, নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে’

১২ বছরের ব্যর্থতা ঢাকতেই বিলে সংশোধনী : অভিষেক

প্রতিবেদন : নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিছক দুর্ঘটনা নয়। কেন্দ্রের ঘুণ-ধরা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশ্ন ফাঁস এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় নানা অনিয়ম নিয়ে এবার সংসদের অভ্যন্তরে সরব হলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্নফাঁস রুখতে কেন্দ্রের আনা নয়া বিলের সমালোচনা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিজেপি নিজেদের লাগানো আগুন নিজেরাই নেভানোর চেষ্টা করছে। ১২ বছরের ব্যর্থতা ঢাকতে সংশোধনী বিল আনছে এখন। নতুন আইন করতে চাইছে।

মঙ্গলবার কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, এখন যা ঘটছে কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায় নিতেই হবে। বিজেপি সরকারের মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি প্রজন্ম তার নিজস্ব রিপোর্ট কার্ড লেখে। মোদি সরকারের জন্য সেই রিপোর্ট কার্ডে লেখা থাকবে ‘এফ’, অর্থাৎ ফেল মানে ব্যর্থ। মোদি সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

লোকসভায় বক্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

কেন্দ্র পাঁকে পড়ে এখন বিল আনতে চাইছে। বিলের পক্ষে সায় দিয়েও অভিষেক বলেন, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে তাঁরা এই সংশোধনীকে সমর্থন করছেন। কারণ শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ সুরক্ষার যোগ্য। (এরপর ৬ পাতায়)

পরিষেবা নয়, বিজেপির মনোযোগ এফআইআরে

প্রতিবেদন : রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের মন নেই পরিষেবায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেই বেশি সময় ব্যয় করছে প্রতিহিংসার এই সরকার। এবার চাঁছাছোলা ভাষায় জবাব দিলেন অভিষেক।

মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহেশতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস। অভিযোগের তালিকায় রয়েছেন তৎকালীন ডিএম, এসডিও এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করা বেশ কিছু ব্যক্তি। একের পর এক এফআইআর নিয়ে এবার নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে বিজেপিকে নিশানা করে কড়া জবাব দিলেন অভিষেক। (এরপর ৬ পাতায়)

বজ্রলিখন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আরশোলা–টিকটিকি–গিরগিটি
অকুতভয় বিচ্যুটি।
সামলে রাখুন, রক্ষা করুন
কাঠবিড়ালের খরকুটি,
সবই কাজে লাগুক, সব চ্যাপাটি
রক্ষা করুন—ক্ষুধার রুটি।
অনুমতিও বন্ধ
গণতন্ত্রও স্তব্ধ?
সব হবে লণ্ডভণ্ড।।
অপেক্ষা করো লক্ষ রাখো,
বুদ্ধি জাগাও, বিবেক দ্যাখো।
জনগণের দরবারে—
বিচার পাবে একেবারে।।
রিক্ততা নয়, শূন্যতা নয়,
আসুক প্রাণের স্পন্দন
সব হতাশা ছিন্ন করে—
আসুক সংগ্রামের বজ্রলিখন।।

রাজ্য সড়কেও টোলের খাঁড়া!

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জনবিরোধী নীতির একের পর এক নিদর্শন রাখছে বর্তমান বিজেপি সরকার। এবার গরিব ও মধ্যবিত্তের পকেট কাটতে তাদের নয়া সংযোজন— রাজ্য সড়কেও টোল ট্যাক্স! এমনিতেই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। তার উপর ‘এক দেশ এক কর’ নীতির গালভরা ঢাক বাজানো সরকারের এই নির্লজ্জ দ্বিচারিতায় কার্যত ফুঁসছেন রাজ্যবাসী। নিয়ম অনুযায়ী, দুই বা চার চাকার ব্যক্তিগত গাড়ি কেনার সময় সাধারণ মানুষকে একধাক্কায় ১৫ বছরের পথ কর বা রোড ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে হয়। (এরপর ৬ পাতায়)

সুপ্রিম কোর্টের চাপে দিল্লি

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না

প্রতিবেদন : নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের উপর কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। কেন্দ্র ও ছয় রাজ্যকে নোটিশ দিয়ে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করেছে। একই সঙ্গে আদালত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হওয়া নাবালকদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। তবে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে, তারা এই আইনি সুরক্ষার আওতায় আসবেন না বলে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি বলা হয়েছে ১৮ বছরের কম বয়সিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

দিল্লির যন্তরমন্তরে প্রতিবাদী অবস্থান ও সংসদ ভবন অভিযানে যেভাবে পড়ুয়াদের উপর দমন-পীড়ন নীতি প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ, তাতে ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত। (এরপর ৬ পাতায়)

ক্ষমা চান শাহ

বিরোধী–প্রতিবাদে মুলতবি সংসদ

প্রতিবেদন : নিট-সহ একাধিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের ঘটনায় ছাত্র-যুবসমাজদের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে। ছাত্র আন্দোলনে তাঁর পুলিশ যেভাবে দমন-পীড়ন চালিয়েছে, তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার উত্তাল হয় সংসদের অধিবেশন। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি হানার দায় স্বীকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে সরব হন সাংসদরা। (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৯১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০ -১৮৯১) তিরোধান দিবস। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মতে, ক্রনিক আমাশা তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। ইউরোপীয় চিকিৎসক সালজার গাধার দুধ খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন, সেটাও সহ্য করতে পারছিলেন না। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ অসহ্য মনে হত বলে কলকাতা পুরসভা বাদুড়বাগানের বাড়ির আশপাশ দিয়ে তাদের জঞ্জালের গাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এদিন রাত ১১টায় জ্বর আর শ্বাসকষ্ট বাড়ল। ২টো বেজে ১৮ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।"

১৯৮১ প্রিন্স চার্লস ও লেডি ডায়ানার বিয়ে হয় এদিন। লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে সেই রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের টেলিভিশন সম্প্রচার দেখেন প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ। দিনটাকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছিল সে দেশের সরকার। তা বলে দুনিয়ার সবাই যে এই বিবাহ বৈভবে মাতোয়ারা হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। যেমন শেফিল্ডের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হ্যারি ক্রেপার এর তীব্র সমালোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেও অংশ নেননি স্পেনের রাজারানি। যে জিব্রাল্টার নিয়ে ইংল্যান্ড আর স্পেনের বিরোধ, সেখানেই মধুচন্দ্রিমায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন নববিবাহিত দম্পতি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই তাঁরা সেদিন বিয়ের আসরে হাজির ছিলেন না।

১৮৯০ ভ্যান গগ (১৮৫৩-১৮৯০) এদিন সূর্যমুখী ফুল, গমখেতের ছবি ছেড়ে তারাদের দেশে পাড়ি দিলেন। নিঃসঙ্গতা আর অবসাদ এতটাই পেয়ে বসেছিল এই চিত্রকরকে যে দু'দিন আগে নিজের বুকে নিজেই গুলি গেঁথে দেন। আর এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই ওলন্দাজ উত্তর-ইম্প্রেশনিস্ট পর্বের শিল্পী। ভাই থিও-র বয়ান অনুযায়ী, ভ্যান গগের অন্তিম উচ্চারণ, 'বিষাদ হবে চিরস্থায়ী।'

২০১৮ রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) এদিন কলকাতায় মারা যান। 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৪০-এ, মাত্র সতেরো বছর বয়সে, গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ, কয়েক বছরের মধ্যেই খ্যাতির শীর্ষে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র পঁয়তাল্লিশ, ছোটগল্প দেড়শোরও কম। এ-ছাড়া কিছু প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা।

১৯৫৮ নাসার যাত্রা হল শুরু। আগের বছরই স্পুটনিককে মহাকাশে পাঠিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। পিছিয়ে পড়েছে আমেরিকা। তাই এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসন (সংক্ষেপে নাসা) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনে স্বাক্ষর করেন।

১৯০৪ জে আর ডি টাটার (১৯০৪-১৯৯৪) আজ জন্মদিবস। জন্ম বিশিষ্ট শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত পার্সি পরিবারে। টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান জেহাঙ্গির রতনজি ছিলেন ভারতের প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিমানচালক। শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন প্রদান করে সম্মানিত করে।

১৯১১ মোহনবাগান এদিন ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে ২-১-এ হারিয়ে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড জেতে। ইউরোপীয়দের দলটির বিরুদ্ধে মোহনবাগানের হয়ে গোল দুটি করেন অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী ও অভিলাষ ঘোষ। উল্লেখ্য, সুধীর চৌধুরী ছাড়া মোহনবাগান একাদশের আর কারও পায়ে সেদিন বুট ছিল না। খালি পায়ে খেলেই জয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছিলেন তাঁরা। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দিনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর মতো অনেকেই মনে করেন, খেলার মাঠেও বাঙালির দাপট দেখে আতঙ্কে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশরা। ২০০১ থেকে এই ঐতিহাসিক দিনটি মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

২০০৪ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০০৪) এদিন পরলোক গমন করেন। স্বর্ণযুগের কিন্নরকণ্ঠী। তর্কযোগ্য ভাবে, ১৯৫২ থেকে '৫৪র মধ্যে বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের শুরু। এই সময়েই একের পর এক মনভোলানো গান গেয়ে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রতিমা। 'ঢুলি'র পরের বছর এল উত্তম-সুচিত্রা জুটির 'শাপমোচন'। হেমন্তের সুরে 'ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান'-এ মাত করলেন প্রতিমা। আচার্য চিন্ময় লাহিড়ীর কুশলী গায়নের পাশে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তিনি। সকলে একমত, এ গানের সূক্ষ্ম কারুকাজে তাঁর বিচরণ বড় সহজ। তাতে বিন্দুমাত্র কালোয়াতি-আড়ম্বর নেই, নেই নিজেকে জাহির করার প্রচেষ্টা। এমন শক্ত গানকে প্রতিমা নিজ নির্মলতার গুণে মধুরকোমল করে তুলেছেন। এই গানে লিপ দেওয়াও ছিল কঠিন। তাই বারবার প্রতিমার সাহানগরের বাড়িতে চলে আসতেন সুচিত্রা সেন। শুধু রাগনির্ভর সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ভক্তিরসাত্মক গান, অতুলপ্রসাদী, নজরুলগীতি, লোকায়ত গান, আধুনিক রম্যগীতি— সবেতেই মুক্তো ছড়িয়েছেন।

২০১০ আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্রদিবস হিসেবে দিনটিকে প্রতি বছর পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাশিয়ার সেন্ট পিটারসবার্গের টাইগার সামিটে। উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাঘ্র সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। পরিসংখ্যান বলছে, সেই উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল। বিশ্বে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে তার পর থেকে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর ৭০ শতাংশ বাঘের বাস ভারতেই।

পুজো আসন্ন

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৭৮

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. পরে বা ভবিষ্যতে যা ঘটবে ৩. অপরূপা, অপূর্ব সুন্দরী ৫. দেখা ৭. অদ্ভুত, বিস্ময়কর ৮. শোভাবর্ধনকারী ১০. বাস্তবিকপক্ষে, আসলে ১২. বিরেচক ওষুধ ১৪. মঞ্চ ১৭. জগৎ, পৃথিবী ১৮. দীর্ঘসূত্রী।

উপর-নিচ : ১. তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ ২. রমণীয়তা, উপভোগ্যতা ৩. আটজন স্বর্গবাসী দেবতা ৪. পা, চরণ ৬. জল ৯. লাল আভা ১১. নিস্তেজ, দুর্বল ১৩. অনুতাপ ১৫. অসভ্য, অশিক্ষিত বা অমার্জিত ১৬. বিশ্বপিতা তুমি হে—।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৭৭ : পাশাপাশি : ১. খোলকরতাল ৬. বই ৮. রিকেট ৯. মাপসই ১০.খ্যাতিমান ১২. অবনী ১৩. কচু ১৫. পশ্চিমদেশীয়। **উপর-নিচ:** ১. ললাট ২. রফানামা ৪. লব ৫. চরিতাখ্যায়ক ৭. ইন্দোইরানীয় ১১. নবোদ্যম ১২. অংশী ১৪. চুপ।

২৮ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৮৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২১৯৪৫৭
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২১৯৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.৬৭	৯৫.৫৭
ইউরো	১১০.৩১	১০৯.০৬
পাউন্ড	১২৮.৬৭	১২৭.৫০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন চক্রবর্তী

■ গার্গী রায়চৌধুরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ঢুকছে না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা, বিক্ষোভ মহিলাদের

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ: বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির নতুন সরকার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু করলেও, রাজ্যজুড়ে উপভোক্তাদের একাংশের ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে প্রশাসনের দরজায়। এবার সেই ক্ষোভের আঁচ এসে পড়ল উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে। মঙ্গলবার অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ভাতার টাকা অ্যাকাউন্টে না পৌঁছানোর অভিযোগে হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিস ঘেরাও করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার কয়েকশো সাধারণ মহিলা।

হিঙ্গলগঞ্জ

তাঁদের সরাসরি তোপ, ভোটের আগে বিজেপি বড় বড় কথা বললেও, ভোটের পর সাধারণ গরিব মহিলাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্যের বিজেপি সরকারের উপর। পরিস্থিতি বেসামাল হতেই পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

অন্নপূর্ণার টাকা অ্যাকাউন্টে না ঢোকার কারণে এদিন বিক্ষোভ দেখালেন সাধারণ মহিলারা। কি কারনে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না তাও জানতে চান। তবে প্রশাসনের তরফে কোন সদুত্তর মেলেনি। হিঙ্গলগঞ্জের হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিসে অন্নপূর্ণার টাকা না ঢোকার কারণে বিক্ষোভ দেখালেন সাধারণ মহিলারা। তাদের মূল দাবি কিছু মহিলাদের টাকা ঢুকছে ও কিছু মানুষের টাকা ঢুকছে না। একাধিকবার বিডিও অফিসে আসলেও বিডিও অফিসের আধিকারিকরা কোন উত্তর দিতে পাচ্ছেন না।

এমনই অভিযোগ করছেন সাধারণ মহিলারা। যাদের আবার টাকা ঢুকছে, তাদের আবার টাকা ঢুকছে কী কারণে সেটাও বুঝতে পারছি না। সেই কারণেই এদিন আমরা বিডিও অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। ঘটনাস্থলে আসে হিঙ্গলগঞ্জ থানার আধিকারিকরা। গোটা ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে তারা। সাধারণ মানুষের দাবি নির্বাচনের আগে বিজেপি বলেছিল সব মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। কিন্তু সরকার গঠনের ৩ মাস পরেও তারা টাকা পাচ্ছেন না। এমনটা কেন হচ্ছে? কেন আমাদের অন্নপূর্ণা যোজনা টাকা দেওয়া হচ্ছে না? আমরা চাই আমাদের দ্রুত টাকা দেওয়া হোক? তা না হলে আমাদের কে কেন এই হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ ধরে? হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায় এদিন না থাকার কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

বিক্ষোভে শামিল এক উপভোক্তা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ভোট পাওয়ার জন্য বিজেপি সরকার ঘরে ঘরে এসে ফর্ম পূরণ করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল জুনের ১ তারিখ থেকে সবাই প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। অথচ এখন অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে না। আমরা বারবার সাইবার ক্যাফে বা সরকারি দফতরে খোঁজ নিতে গেলে বলা হচ্ছে আবেদন হোল্ডে আছে বা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘরের লক্ষ্মীদের এভাবে মাসের পর মাস ঘোরানো কেন?

গভীর নিম্নচাপের জেরে গঙ্গাসাগরে মাইকিং প্রশাসনের

নকিব উদ্দিন গাজী

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকার আশঙ্কায় সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রম চত্বর এবং প্রধান স্নানঘাটগুলিতে লাগাতার মাইকিং করে সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন সমুদ্রের রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাই স্নান করার সময় পুণ্যার্থীরা যেন অতিরিক্ত উৎসাহে সমুদ্রের বেশি গভীরে না যান। পাশাপাশি, উপকূলবর্তী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরও নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘাটগুলিতে টহলদারি চালাচ্ছেন এবং পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে নিষেধাজ্ঞা করেছে ফলে গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে আসছে একে একে ট্রলার নামখানা কাকদ্বীপ সহ বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীরা তাদের ট্রলার নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে।

বিহারের পর চাপের মুখে মামলা প্রত্যাহার বাংলাতেও

প্রতিবেদন : তাদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার না করলে বড়সড় আন্দোলনের পথে হাঁটবে বলে হুঙ্কার দিয়েছিল সিজেপি। তারপরই 'আরশোলা'দের আন্দোলনের হুঙ্কারে ভয় পেয়ে বিহার ও অসমে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। কিন্তু তখনও মামলা প্রত্যাহার করেনি বাংলা। এরপর ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে পড়ে মামলা প্রত্যাহার করে নিল বাংলার বিজেপি সরকারও। সোমবার বাংলা ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ট্যাগ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় হুঙ্কার ছেড়েছিল সিজেপি। তারপর বিহারে ধৃতদের মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। অসমেও একই সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। কিন্তু বাংলায় ছিল ব্যতিক্রম। ফলে প্রশ্ন উঠছিল, আন্দোলনকারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও। বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসছিল, কেন্দ্রীয় সরকার শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রথমদিকে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা বিবৃতি দেওয়া হয়নি এ বিষয়ে। নিটের প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের প্রতিবাদে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে ৩৬ দিন চলা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতির পর। সংসদ অভিযানে পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জের পর ক্ষিপ্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র-যুবদের সমর্থনে বিক্ষোভ হয়। ফলে ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পর সিজেপি সাফ জানিয়ে দেয়, ধৃত আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে তারা আরও বড় কর্মসূচি শুরু করবে। এতে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টও কড়া অবস্থান নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেয়। এরপর বিহার ও অসম থেকে রুজু হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়া আন্দোলনকারীদের মুক্তির প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে বলে জানায় প্রশাসন। গত শুক্রবার কলকাতার ধর্মতলার মিছিল থেকে অশান্তি পাকানোর অভিযোগে ৭০ জনকে চিহ্নিত করে বাংলার সরকার। তাদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে। এমনকী তাদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বাংলার সরকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিল।

ভয় ইন ভরসা আউট, মাদক খাইয়ে তরুণীকে গণধর্ষণ

সংবাদদাতা, বারাসত: বিজেপি আসতেই ভরসা আউট, ভয় ইন। রাজ্যে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধর্ষণের ঘটনা। একের পর ধর্ষণের ঘটনায় মহিলাদের রাস্তায় বেরোনোই এখন দুষ্কর হয়ে গেছে। এবার তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনা দত্তপুকুর থানা এলাকায়। অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রেই তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিনের পর দিন গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার গ্রেফতার। নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে ওই তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বারবার গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার দাড়িপুকুর এলাকায়।

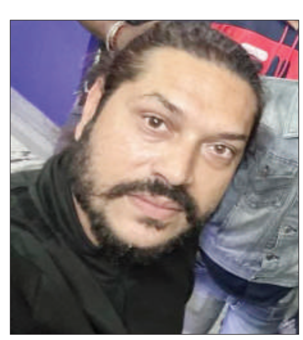

অভিযোগ, নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে দাড়িপুকুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার বদলে কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপন মজুমদার ও তাঁর সহযোগীরা তরুণীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণ করত বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তরুণী দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দীপন মজুমদারকে গ্রেফতার করে। সোমবার তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হলে আদালত অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে থাকা একাধিক নারী ও পুরুষ আবাসিকের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হতো। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শেষের শুরু

ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে দেশ জুড়ে পড়ুয়াদের প্রবল চাপে। মোদি সরকারের অন্তিম সময়ের প্রথম ধাক্কা। কিন্তু এই অসভ্যের সরকার ভাঙবে তবু মচকাবে না। কলঙ্কিত শিক্ষামন্ত্রী সংসদে ঢুকতেই ফুলে-মালায় সংবর্ধনা দেওয়া হল। কেন সংবর্ধনা? কীসের জন্য সংবর্ধনা? একজনের মন্ত্রক এতটাই ব্যর্থ যে তাঁর সময়ে প্রতি মাসে নিয়ম করে একটি করে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। যারা অভিযুক্ত তাদের প্রাইজ পোস্টিং হয়েছে। নাম-কে-ওয়াস্তে এফআইআর করে প্রশ্ন ফাঁসের দায় সেরেছে প্রত্যেকবার। এবার পড়ুয়ারা ঘাড় ধরে বুঝিয়ে দিল, অনেক অন্যায় হয়েছে, তুমি যাও, অন্য কেউ আসুক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা না নেন, তবে তিনিও শেষ পারানির কড়ি গুনতে থাকুন। প্রশ্ন হল, এমন কলঙ্কিত শিক্ষামন্ত্রী, তাঁকে কেন সংসদে ঢুকতে সংবর্ধনা? বিজেপি বিলকিস বানোর ধর্ষকদের এইভাবে ফুলে-মালায় অভিনন্দিত করেছিল। নির্লজ্জতার চরমসীমা। এবারও তাই। অর্থাৎ তোমরা যতই বলো, ধর্মেন্দ্র প্রধান আমাদের সোনার মন্ত্রী। পড়ুয়াদের কথায় সরিয়েছি, কিন্তু উনি আমাদের রত্নখচিত সদস্য। দেশের মানুষের ভাবনার বিপরীতে গিয়ে নিজেদের নিচুস্তরের অহংকে জোর করে ধরে রাখা। এটাই আসলে মোদি সরকারের ঔদ্ধত্য। দেশটাকে বিজেপির জায়গির ভেবেছে। যেমন ইথানল মিশ্রিত পেট্রল কেন চালু হল, তার কোনও নিশ্চিত কারণ নেই। গড়করির ছেলেদের ব্যবসাকে ফুলে-ফলে বাড়াতে দেশের মানুষকে ডুবিয়ে দিতেও কসুর করছে না সরকার। এই যে যা ইচ্ছে তাই করার প্রবণতা, এটাকেই বলে শেষের শুরু।

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপি কি বাস্তবতা বুঝতে পারছে? নাকি...

একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যদিও বুঝে ফেলেছি সার কথাটা। বিজেপি জানে ভারতের মতো দেশে সাম্প্রদায়িকতা চূড়ান্তভাবে করার পরিণতি কী হতে পারে। আর যা-ই হোক কুড়ি কোটি মুসলমানকে শেষ করা যাবে না। ১০ কোটিকে মারলাম আর ১০ কোটিকে রাখলাম তাও হবে না। আপনি কি ওদের সব পাকিস্তানে পাঠাবেন? না বাংলাদেশে পাঠাবেন? আর তা না হলে আবার দেশ ভাগ। এই ২০ কোটির জন্য তো কিছু একটা ভাবতে হবে। আর নেতারা যদি লম্বা লিস্টটা একটু ছোট করেন, সাধারণ মানুষ যদি সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, হিংস্র বাঘের হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো নির্দয় নিষ্ঠুর আক্রমণকে জানোয়ার-সুলভ কাজ হিসাবে ভাবতে শুরু করতে পারেন, তাহলে গেরুয়া শিবিরের একটা অ্যাজেন্ডা পূরণ হয়। আর শিক্ষাটা যদি গরু আর গোবরে মাখামাখি করে ফেলা যায়, তবে পোয়া বারো। বিশ্বে মানবতা গঠন প্রসঙ্গে মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল, একথাই তাঁরা মানতে চান না। আদম-ইভ ঈশ্বর প্রেরিত প্রথম মানবযুগল। সর্বোপরি ঈশ্বর বিশ্বাসে মূলগত পার্থক্য থাকায় মানব ইতিহাসের মৌলিক গন্ডগোলটা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য বানর থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে এদের এই যুক্তিতত্ত্ব দার্শনিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং তারা একযোগে মার্কস-এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরোধিতা করেন এবং মানব সৃষ্টির বস্তুবাদী ধারণাকে সরাসরি ঈশ্বর বিরোধিতা এবং একটি অপরাধমূলক কাজ হিসাবে গণ্য করলেন। এই দীর্ঘ ইতিহাসের পক্ষপটে মানুষের আবির্ভাব কীভাবে হল সে-প্রশ্নের উত্তর মিলল না। যেমন বালী এবং সুগ্রীবের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত রিখটার স্কেলের দশ কম্পনের যুদ্ধটা ঠিক কোথায় হয়েছিল, অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের নিবাস সরযূ নদীর তীরে নির্দিষ্ট হলেও সুপ্রিম কোর্টের বিধান, আর্কিওলজিকাল সার্ভের বিধান, লোকমুখে নানান গাথা এবং কীর্তনগীতি থাকা সত্ত্বেও রামভক্তরা অযোধ্যায় তাদের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা পেলেন না। সূর্যের মহাজাগতিক কর্মকল্পে বিশ্বের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তাহলে সূর্যের অনেক বিষয়ে এদের মিল খুঁজে পাওয়াটাও স্বাভাবিক। অন্তত কিছুটা।৬০ হাজার বছর এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমল, সাগর-মহাসাগর হল জলে ভর্তি, হল গাছপালা এবং ফুটন্ত দুধের উপর ঠান্ডা হলে যেমন সর তৈরি হয়, তেমনই উদ্ভব হল বিভিন্ন স্তরের, কোথাও বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, কোথাও অন্তহীন জঙ্গল, আবির্ভাব হল বিশালাকার উভচর জীবদের— ডায়নোসর, ব্রুনোটেরাস। এসব তথ্য তত্ত্ব জানার ও জানানোর দায় যাদের নেই তারাই আজ কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলংকৃত করছেন। — **নির্ঝর দাশগুপ্ত, ট্যাংরা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আমরা কিন্তু সব দেখছি সবকিছু বুঝতে পারছি

● আজকের ভারত নাম জানতে চায়। পদবি নয়। কাজ জানতে চায়। ধর্ম নয়। মানসিকতা জানতে চায়। পকেটের জোর নয়। এ এক অদ্ভুত ভারত, জেন জি-র ভারত।

এই ভারত সরকার মন্দিরে দানের টাকা চুরি রুখতে পারে না, তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখবে কীভাবে?

এই ভারতে ছেলেমেয়েরা পোস্টার লিখছে, 'না লাঠি সে না কিলোঁ সে, হামনে কর দিখায়া রিলো সে'। তাদের আটকাতে মোদি বাহিনীও হাতিয়ার করতে চাইছেন ওই রিলকেই।

তবু, ঈশান কোণে পাংশুটে রঙের মেঘ জমছে।

লিখছেন **তপনকুমার মল্লিক**

গোড়াতেই উত্তরবঙ্গের বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের জানাই আন্তরিক সহানুভূতি। ওঁরা আশাহত হওয়ার জন্য আমরাও বেদনাহত।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর নতুন শিক্ষামন্ত্রী কে হবেন, শনিবার দুপুর থেকে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই আবহেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জোরালো দাবি উঠেছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হোক। শনিবার দুপুরের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন মহলে এই দাবি নিয়ে নাকি আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে বালুরঘাটের অধ্যাপকেরা এই দাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলেও ধরেন। কিন্তু শনিবার রাত ৮টা নাগাদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রহ্লাদ যোশীর নাম ঘোষণা হতেই দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীর সেই আশা হাতাশায় পরিণত হয়েছে।

কিছু করার নেই। এটাই বিজেপি সংস্কৃতি। ধোঁকা দেওয়ার বিশ্বগুরুর করবার চলে ওই দলে।

আরও দেখুন, প্রশ্নপত্র ফাঁসে মন্ত্রী ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন। অপসারণ অথবা বদলি করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকদের। এমনকী শাস্তির খাঁড়া নেমে এসেছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি'র (এনটিএ) লোকজনের উপরে। অথচ এখনও বহাল তবিয়তে আছেন এনটিএ চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার যোশী! কোন মন্ত্রবলে তা সম্ভব হল! বোঝাই যাচ্ছে, আরএসএসের ঘনিষ্ঠতার কারণে তাঁকে অড়াল করছে মোদি সরকার।আউটসোর্সের মাধ্যমে নিযুক্ত এনটিএ-র কয়েকজন কর্মীকেও সরিয়ে দিয়েছে সরকার। কিন্তু চেয়ারম্যানকে কেন সরানো হয়নি?

আমাদের এমন প্রত্যাশা যে অন্যায় সেটা বোঝাই যাচ্ছে। যে সরকার মন্দিরে দানের টাকা চুরি রুখতে পারে না, তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখবে কীভাবে?

এসবের মধ্যেই যখন যন্তর মন্তর- সহ দেশের নানা প্রান্তে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে ক্রমে বাড়ছে ক্ষোভ তখনই আরএসএস নেতা টি জি মোহনদাসের মন্তব্যে আমরা বুঝে ফেললাম দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি শাসকের মনোভাব কীরকম।

এক ভিডিয়ো বার্তায় আরএসএস নেতা বলেছেন, 'ক্ষমতা থাকলে যন্তর মন্তরের চারদিকে ৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে কার্ফু জারি করতাম। তারপর বিক্ষোভকারীদের গুলি করতাম। কেউ মারা যেত। কেউ কোন ওরকমে বেঁচে থাকত। চার ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসত।' তাঁর সংযোজন— প্রয়োজনে গণধর্ষণ চলত। ওখানে অনেক মহিলা আছে যারা ধর্ষণ ভালোবাসে!"

মন্তব্য করতেও ঘেন্না হয়! এরা কারা? কোন নরকের কীট?

প্রতিবাদ সামলাতে না পেরে এই গেরুয়া পোকাটা দোষ চাপিয়ে দিয়েছে অন্যদের ঘাড়ে। তাঁর কথায়, 'আমি একটি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলাম। ৩১ মিনিটের ওই আলোচনাধর্মী ভিডিয়োটি পুরোটা না দেখেই ফেসবুকের কিছু লোকজন অযথা বিতর্ক তৈরি করছে।' তাঁর অভিযোগ, জামাত-ই-ইসলামির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি একটি ইউটিউব চ্যানেল এটি প্রথম দেখায়। তারপর বাম-সমর্থকেরা সমাজমাধ্যমে সেটি ছড়িয়ে দেয়। হাস্যকর সাফাই দিয়ে পাপস্খালনের চেষ্টা।

তিন মাসের বাচ্চার দুষ্টুমিতে রাজ্যের মানুষ কিন্তু ভয়ানক বিরক্ত। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে জেলায় জেলায় মহিলাদের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অনেকেই এই যোজনায় আবেদন করেও টাকা পাচ্ছেন না। অথচ, তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেতেন।

যেমন, মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর।

বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে চূড়ান্ত পর্যায়ের এনকোয়ারির ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হবে। সেই তালিকা ধরেই আগস্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হবে বলে রাজ্য নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরে ১৩ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ আবেদন যাচাই করে চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকা তৈরি হয়েছে। ফলে জুলাই মাসে জেলায় ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও আগস্টে সেই সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ, বাড়ি বাড়ি ভেরিফিকেশন করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ গড়িয়ে যাবে। তার আগে সমস্ত আবেদনকারী কিংবা জুলাই মাসে সুবিধা পাওয়া সবার অ্যাকাউন্টে টাকা নাও ঢুকতে পারে। ভেরিফিকেশনের পর যাঁদের নাম অন্নপূর্ণা যোজনার চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকায় উঠবে, তাঁরাই আগস্টে টাকা পাবেন। গত পরশু অর্থাৎ গত সোমবার পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সেই সংখ্যাটা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। এই জেলায় পুরো ১৩ লক্ষ বাড়ি ঘুরে এনকোয়ারি শেষ করতে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ লাগবে।

সুতরাং, কী বলেছিল এই সরকার আর কী হতে চলেছে, সেটা সবাই বুঝতে পারছে।

বিজেপির বড় কর্তাদের কয়েকটা কথা বুঝিয়ে দিতে চাই, ঠান্ডা মাথায় বিচার করার জন্য।

আজকের ভারত নাম জানতে চায়। পদবি নয়। কাজ জানতে চায়। ধর্ম নয়। মানসিকতা জানতে চায়। পকেটের জোর নয়। এ এক অদ্ভুত ভারত, জেন জি-র ভারত।

এই ভারতে প্রতিবাদীদের জন্য জুনেইদ খান হাঁড়ির পর হাঁড়ি বিরিয়ানি নিয়ে আসেন। বিনা পয়সায় বিলি করেন। গুরুদ্বার থেকে আসে হালুয়া। সবার জন্য। গেরুয়া পোশাকের হাতে হাত রেখে এগিয়ে যান ফেজ টুপি। ফুচকাওয়ালা সারাদিনের আয়ের ভাবনা ফুৎকারে উড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন যন্তর মন্তরের সামনে। ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে সারাদিন ধরে ঢুকতে থাকে খাবার, ত্রিপল, স্যানিটাইজার।

এই ভারতে জেন জি ছেলেমেয়েগুলো বাড়ির বাইরে চলে এসেছে, ছেড়েছে কমফর্ট জোন, এসির হাওয়া। আর এই বাবা-মায়েরা বিনা দ্বিধায় খাবার-দাবার পাঠিয়ে গিয়েছেন । এই ভারতে কিন্তু সমাজে বিভাজনের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার ভাবনা ওই ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সুতরাং, বিজেপি সাবধান!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একটি আর্থিক অভিযোগের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল চুঁচুড়ার প্রথম দায়রা আদালত

নির্বাচনের ফল বেরোতেই স্বমূর্তিতে বিজেপি, জ্বলছে মানুষের ঘরবাড়ি

প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই জীবনতলায় শুরু হয়েছে বিজেপির নজিরবিহীন তাণ্ডব ও রাজনৈতিক হিংসা। ভোটের ফল ঘোষণার পরদিন থেকেই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সাধারণ মানুষের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ভোটে কারচুপি করে জেতার পর উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করেছে পদ্ম শিবিরের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। জীবনতলার বিভিন্ন গ্রামে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে মরিয়া বিজেপি। রাতের অন্ধকারে নিরীহ মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, লুঠপাট চালানো হচ্ছে এবং বেছে বেছে তৃণমূল কর্মীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার করা হচ্ছে। জীবনতলার শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ বিজেপির এই হিংসাত্মক রাজনীতির শিকার। মানুষের গণতান্ত্রিক রায়কে সম্মান জানানোর ন্যূনতম সৌজন্যটুকু হারিয়েছে এই দল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপির এই বর্বরতার তীব্র ধিক্কার জানানো হয়েছে। দলের স্থানীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট বিজেপি এখন কাপুরুষের মতো সাধারণ মানুষের ওপর হিংসা ছড়াচ্ছে। বাড়ি পুড়িয়ে, অত্যাচার করে তৃণমূলের আদর্শকে দমন করা যাবে না। প্রতিটি আক্রান্ত পরিবারের পাশে তৃণমূল পরিবার পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি ও রাজনৈতিক—উভয় লড়াই-ই তীব্রতর করা হবে। পুলিশ প্রশাসনকে অবিলম্বে এই হিংসায় জড়িত সমস্ত বিজেপি দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।

ভাঙা যাবে না আমতলার অফিস, ৬ অগাস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থার নির্দেশ

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার বিতর্কিত দলীয় কার্যালয় ভাঙার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ৬ অগাস্ট পর্যন্ত ওই এলাকায় সম্পূর্ণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কার্যালয়টি ভাঙা বা সেখানে কোনওরকম পরিবর্তন করা যাবে না।

মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানান, ওই দিনই দুপুর ২টোয় ফের এই মামলাটি শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। এই সময়সীমার মধ্যে আমতলার ওই দফতর ভাঙা যাবে না।

বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ১৮ জুলাই অভিষেকের ৫তলা কার্যালয়ে চলে বুলডোজার। তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগে দায়ের করা হয়। যে জমিতে কার্যালয়টি রয়েছে, তা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে কেনা হয়েছিল। প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর তরফে হাইকোর্টে মামলা হয়। সেই মামলায় ভাঙা বন্ধ রেখে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। একই সঙ্গে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়।

মঙ্গলবার শুনানিতে রাজ্য জানায়, কার্যালয়ে যে অংশ নিয়ে অভিযোগ তা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সম্পত্তিই নয়। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, তাঁর মক্কেলকে ন্যূনতম নোটিশ দেওয়া হয়নি। অভিযোগে কী ছিল, কোন নথির ভিত্তিতে বেআইনি নির্মাণ বলা হয়েছে— সেই সমস্ত তথ্যও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। কোনও বক্তব্যের সুযোগ না-দিয়েই দফতর ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ কিশোর দত্তের। এর পরেই ৬ অগাস্ট ফের এই মামলার শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। ততদিন বজায় থাকবে স্থিতাবস্থা।

সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় ধিক্কার মিছিল ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের

প্রতিবেদন : কলকাতায় সাংবাদিকদের উপরে আক্রমণ করার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের উদ্যোগে প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল করলেন সাংবাদিকরা। ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাট প্রেস কর্নার থেকে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন মোড় পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল করেন তাঁরা। ডায়মন্ড হারবার সহ বিভিন্ন জায়গার সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজ ও পোর্টাল সমস্ত সাংবাদিকরা মিলিত হয়ে কালো ব্যাজ পরে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করলেন। পাশাপাশি স্টেশন মোড়ে বেশ কিছুক্ষণ পথসভার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের বার্তা তুলে ধরেন। সংবাদমাধ্যমের কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা যদি এভাবে হেনস্থা হতে হয় তাহলে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে কণ্ঠরোধ করে সমাজকে পিছিয়ে ফেলতে চায় যে ধরনের মানুষ তাদের শাস্তির দাবি তোলেন। এমনকি মহিলা সাংবাদিকদের উপরেও এই হেনস্থা হয়। ইতিমধ্যে প্রশাসন একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। দোষী ব্যক্তিদের যোগ্য শাস্তির দাবি তোলেন ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সদস্যরা।

পোস্টার নিয়ে স্পষ্ট জবাব কুণালের

প্রতিবেদন : তালতলা এলাকায় এসএন ব্যানার্জি রোডে দেওয়ালে লাগানো বোর্ড। সেই বোর্ডেই লাগানো রয়েছে উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পরপর পোস্টার। পোস্টারের নিচে লেখা দুটি নাম। একটি তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং অন্যটি রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়। পোস্টারের নিচে লেখা এই দুটি নাম নিয়েই মঙ্গলবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্য, প্রশ্ন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সব জল্পনা ও প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি জানান, এই পোস্টারের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। কুণাল সংবাদমাধ্যমে বলেন, ওই কুণাল ঘোষ আমি নই। আমি কোনও পোস্টার করাইনি। তবে পোস্টারের যে কনটেন্ট, তার সঙ্গে আমি পুরোদস্তুর একমত। অ্যান্টি বিজেপি ভোট পেয়ে জিতে বিজেপির কোলে দোল খেতে যায়। বারবার শিবির বদল, দলবদল করেন, তিনি তো বেইমানই। তবে এ সব পোস্টার আমি দিইনি। এ সব কথা তো আমি এমনিই প্রকাশ্যেই বলি। পোস্টার দিতে যাব কেন?

দক্ষিণে স্বস্তি, উত্তরে বাড়বে তাণ্ডব

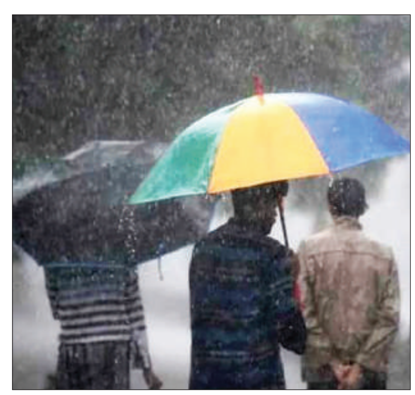

প্রতিবেদন : স্থলভাগে প্রবেশ করে গভীর নিম্নচাপ দুর্বল হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কমতে পারে। সেই কারণে অধিকাংশ জেলায় কমলা সতর্কতার পরিবর্তে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ায় সতর্কতা জারি রয়েছে। বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বড় ধরনের ঝড়-বৃষ্টির কোনও সতর্কতা আপাতত নেই। উপকূল অঞ্চলে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গে ছবিটা ঠিক উল্টো। আজ বুধবার থেকে সপ্তাহান্ত পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস বা জল জমার আশঙ্কার দিকেও নজর রাখতে বলেছে আবহাওয়াবিদরা।

বিহারে মদ পাচার করতে গিয়ে হাওড়া থেকে ধৃত ২

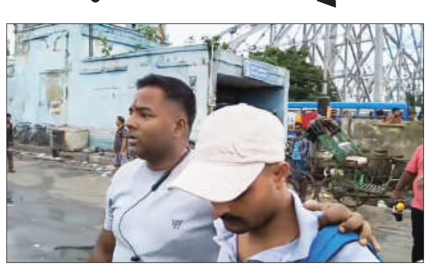

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেআইনিভাবে বিহারে মদ নিয়ে যাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল দু'জন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার হাওড়া স্টেশনের ৭ নম্বর সাবওয়েতে প্রচুর পরিমাণ মদ সমেত দু'জনকে গ্রেফতার করে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত শ্যাম বাবু ও গণেশ সাউ দু'জনেই বিহারের বাসিন্দা। বড়বাজার থেকে প্রায় তিরিশ লিটার ইংলিশ মদ কিনে বিহারে যাচ্ছিল ওই দু'জন। যেহেতু বিহারে মদ নিষিদ্ধ তাই কলকাতা থেকে মদ নিয়ে গিয়ে চড়া দামে কালোবাজারে বিক্রি করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। এই চক্র কতদিন ধরে চলছে এবং এতে আরও কেউ জড়িত কি না তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই অটো। মৃত্যু অটোচালকের। মৃতের নাম মানিক দেবনাথ (৪৬)। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন যাত্রী। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের বনবনিয়া চৌমাথার ঘটনা

স্বাস্থ্যসাথীর মতো সর্বজনীন নয় 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা'ও

ফের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ! নয়া জুমলা শুভেন্দু সরকারের

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার আগে ছিল গালভরা প্রতিশ্রুতি, আর মসনদে বসতেই জনবিরোধী নীতির নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ! পূর্বতন সরকারের সর্বজনীন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প বাতিল করে রাজ্যবাসীর মাথায় কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত চাপিয়ে দেওয়ার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিল বাংলা। সেই ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে তড়িঘড়ি 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা' চালুর ঘোষণা করেছিল নবান্ন। কিন্তু নতুন এই স্বাস্থ্য বিমা সর্বজনীন হওয়া তো দূরস্ত, উলটে কঠিন শর্তের বেড়াজালে একে পরিণত করা হয়েছে এক চূড়ান্ত জুমলায়। আর এতে রীতিমতো মুখ পুড়ল শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের। পূর্বতন সরকারের আমলে রাজ্যের প্রায় ১০ কোটি মানুষ নিঃশর্তে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পেতেন। কিন্তু পালাবদলের পর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই সর্বজনীন সেই অধিকার কেড়ে নেয়। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত

চাপিয়ে দেওয়ার ফলে রাজ্যের প্রায় ৩ কোটি মানুষ রাতারাতি স্বাস্থ্য সুরক্ষার বলয় থেকে ছিটকে যান। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে এই বঞ্চিত অংশের জন্যই নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হলেও নবান্নের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি প্রমাণ করে দিল, সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া নয়, সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্দয়ভাবে ছাঁটাই করাই এই সরকারের আসল লক্ষ্য।

নতুন এই প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তিতে মোট ন'টি কঠিন শর্তের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে একটি পূরণ না হলেই জুটবে না চিকিৎসা। সবথেকে বড় কোপটি পড়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘাড়ে। কারণ, কোনও পরিবারের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকা হলেই সেই বাড়ির কেউই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই শর্ত চাপিয়ে কার্যত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হল। পাশাপাশি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না বলে জানিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ নিয়ে এক অজানা আতঙ্ক জিইয়ে রাখা হল এই স্বাস্থ্য প্রকল্পেও। এছাড়া নথিভুক্তকরণ থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভরতি এবং ছুটি— সব ক্ষেত্রেই আধারভিত্তিক যাচাই বাধ্যতামূলক করে সাধারণ মানুষকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে পোর্টালের মাধ্যমে নজরদারির নামে সাধারণ রোগীর হয়রানি বাড়বে বলেই আশঙ্কা চিকিৎসকদের একাংশের।

বর্ষায় বেহাল কুলপির রাস্তা

প্রতিবেদন : ছবি দেখলে পুকুর না রাস্তা বোঝাই যাবে না রাস্তার সমস্ত পিচ উঠে গিয়ে খালায় জমে আছে জল। আর সেই জল টপকে যেতে হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের। এমনটাই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি ব্লক করঞ্জলি অঞ্চলের দামোদরপুরে, ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হইতে টেংরার চর নদীর পাড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটারের বেশি এই রাস্তার বেহাল। যায় পি. এইচ.ই দফতর থেকে জলের পাইপ নিয়ে গিয়ে এই রাস্তার এই দুর্দশা ঘটে, কয়েক বছর এই রাস্তা পাইপ লাইনের কাজ হয়ে যাওয়ার পরেও রাস্তা সারানো হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষজনের চলাচলের প্রচুর সমস্যা দেখা দিয়েছে, টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার ফলে রাস্তার রাস্তা নেই পুকুর তৈরি হয়ে গেছে।

বিজেপির মনোযোগ এফআইআরে

(প্রথম পাতার পর) ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি সরকার উপভোক্তাদের আয়ুষ্মান ভারত ও অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে আমার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতেই বেশি সময় ব্যয় করেছে। এইসব কৌশলে আমি ভয় পাই না বা থেমে যাই না। আপনারা যা করার করুন, আমি জনগণের দেওয়া দায়িত্ব পালন করে যাব।

এর পরেই মিডিয়ার একাংশকে নিশানা করে তিনি লেখেন, গণমাধ্যমের একটি অংশ এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে ক্রমাগত উসকে দিচ্ছে এবং ক্ষমতাসীনদের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিগুলোকে বিসর্জন দিয়েছে তারা। সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তিরা আমার জনসেবামূলক কাজের— যেমন ডায়মন্ড হারবারে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা এবং রাস্তাঘাট ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন— এইসবের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে। আমি কখনও ভাবিনি যে, তথাকথিত 'ডবল-ইঞ্জিন' সরকার উন্নয়ন ও ভালো কাজের প্রতি এতটা বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে। তাঁদের এবং গণমাধ্যমে থাকা আমার বন্ধুদের উদ্দেশে একটাই কথা— এই সব কৌশল আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না। আপনারা যা পারেন করুন। আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাব।

রাজ্য সড়কেও

(প্রথম পাতার পর) এরপর এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে জাতীয় সড়কে পদে পদে ফাস্ট্যাগের মাধ্যমে টোল গোনার যন্ত্রণা তো ছিলই। কিন্তু এবার নিজের রাজ্যের সীমানার মধ্যে সাধারণ রাস্তায় যাতায়াত করতে গেলেও গুনতে হবে গাঁটের কড়ি! পূর্বতন সরকার সাধারণ মানুষের কথা ভেবে যে পথে হাঁটেনি, বর্তমান সরকার শুধু নিজেদের কোষাগার ভরাতে সেই নির্মম সিদ্ধান্তই দ্রুত কার্যকর করতে চলেছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যে বর্তমানে থাকা ১৯টি স্টেট হাইওয়ে বা ৩,৭৭৯ কিলোমিটার রাজ্য সড়কেই পর্যায়ক্রমে টোল আদায়ের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে নবান্ন। গত ২২ জুলাই পূর্ত দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই টোল নীতি নির্ধারণ এবং রাজ্য হাইওয়ে আইনের সংশোধনের জন্য ইতিমধ্যেই ছয় সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে পূর্বতন সরকার ডানকুনি-চন্দননগর-মগরা এবং পানাগড়-ইলামবাজারের মতো রাজ্য সড়কের ২৮টি অংশে টোল বসানোর কথা ভাবলেও জনরোষের আশঙ্কায় তা স্থগিত রাখে। কিন্তু বর্তমান সরকার 'রাজস্ব বৃদ্ধি' এবং 'লিকেজ আটকানো'র দোহাই দিয়ে সেই পুরনো তালিকাকে সামনে রেখেই এবার আগ্রাসীভাবে আসরে নেমেছে। লক্ষ্য একটাই—যেভাবেই হোক সাধারণ মানুষের পকেট কেটে বছরে ৭০০ থেকে ৯০০ কোটি টাকার বাড়তি রাজস্ব কোষাগারে তোলা।

সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হল টোলের হার এবং ব্যক্তিগত গাড়ির ভবিষ্যৎ। জানা যাচ্ছে, হালকা ও ভারী বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১ টাকা ৬৪ পয়সা থেকে শুরু করে প্রায় ৯ টাকা পর্যন্ত টোল আদায়ের ভাবনাচিন্তা চলছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত গাড়িকেও এই টোলের আওতাভুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছে সরকার। একদিকে 'এক দেশ এক কর' ব্যবস্থার নামে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আর অন্যদিকে রাজ্য সড়কের মেরামতির অজুহাতে আমজনতার উপর এই জোড়া করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া— সরকারের এই চরম দ্বিচারিতা নিয়ে প্রবল প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একবার ১৫ বছরের পথ কর দিয়ে গাড়ি রাস্তায় নামানোর পর আবার নিজের রাজ্যের রাস্তাতেই কেন টোল দিতে হবে? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। বিজেপি সরকারের এই নয়া জুমলা আর দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তাই ক্রমশই ক্ষোভের আগুন ছড়াচ্ছে রাজ্য জুড়ে।

সুপ্রিম কোর্টের চাপে দিল্লি

(প্রথম পাতার পর) সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, যে যে পুলিশ সব অতি-সক্রিয়তা ও বর্বরতা দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে তদন্তের আওতায় আনা হবে এবং তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। গত ২০ জুলাই ছাত্রদের সংসদ অভিযান আটকাতে পুলিশ বৈদ্যুতিক লাঠি ব্যবহার করেছিল বলে মামলাকারীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জানান এই বিষয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। সোমবারই শীর্ষ আদালত দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। মঙ্গলবার শুনানি শুরু হতেই, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলে, বিক্ষোভ চলাকালীন বিক্ষোভকারী এবং পুলিশ কর্মীদের আহত হওয়ার বিষয়ে তাঁরাও উদ্বিগ্ন। এটি শুধু দিল্লির প্রশ্ন নয়, এটি সর্বভারতীয় বিষয়। এমনটা হতে পারে না যে একটি আন্দোলন হয়েছে এবং সেই কারণে লাঠিচার্জ করতে হবে! পাশাপাশি বিক্ষোভে হিংসার ঘটনাও কাম্য নয়। আন্দোলন করার অধিকার সকলরেই রয়েছে। মামলাকারীদের তরফে অভিযোগ করা হয়, পুলিশের উর্দি ছাড়াও সাধারণ পোশাকে অনেকে ছিলেন যাঁরা পড়ুয়াদের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। বিহারে বিক্ষোভকারীদের উপর একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহারের বিষয়টিও উত্থাপন করা হয়। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সিট গঠন করে তদন্তের আর্জি জানান মামলাকারীদের আইনজীবী। দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি এদিন শুনানি চলাকালীন বলেন প্রথম দিকে আন্দোলন শান্তিপূর্ণই ছিল। পরবর্তীকালে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, হয় পুলিশ অতি-সক্রিয়তা দেখিয়েছেন, নতুবা আন্দোলনকারীদের বাইরে থেকে উসকানি দেওয়া হয়েছে। তাই তদন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। সেজন্যই একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব।

১২ বছরের ব্যর্থতা ঢাকতেই

(প্রথম পাতার পর) কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সরকারের বিগত ১২ বছরের প্রশাসনিক অক্ষমতাকে ধামাচাপা দেওয়া হবে। অভিষেক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে নিট, ইউজিসি-নেট, এসএসসির মতো একাধিক পরীক্ষায় বারবার জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। আর এই প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতির ঘটনায় দোষীদের শাস্তির হার প্রায় শূন্য। সিবিআই বা ইডি তদন্তের নামে কেবল সময় নষ্ট করা হচ্ছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, এই সরকার একটি শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। যখনই শাসনের ব্যর্থতা ঘটে, তারা আইন বদলে দেয়। যখনই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তারা শাস্তি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শাসন পরিচালনা কখনও হেডলাইন দেখে হয় না, হয় ফলাফল দিয়ে। তাঁর কথায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলিকে নিছক দুর্ঘটনা না বলে এটিকে একটি সুসংগঠিত 'সিস্টেম' বা ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে।

সংসদে জ্বালাময়ী ভাষণে অভিষেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, সরকার এখন বিল আনছে। তাতে হয়তো দোষীদের শাস্তি হতে পারে, কিন্তু প্রশ্নফাঁসে পড়ুয়ারা যে মানসিক ধাক্কা খেয়েছে সেটা ঠিক হবে কী করে? তার আগে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, সেগুলো ঠিক করবেন কী করে? কেন্দ্রকে জবাব দিতেই হবে, কেন প্রশ্নফাঁস রোখা গেল না?

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে বিক্ষোভকারীদের উপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে, সেটা নিয়েও সরব হয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, সরকার বর্তমান সময়কে অমৃতকাল বলছে, আসলে এটা উৎকণ্ঠা-কাল। সরকার কী করল, না করল তাতে একটা সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারিত হয় না। সেটা নির্ধারিত হয় সরকার কেমন প্রজন্ম তৈরি করছে সেটার উপর। এর পরই তিনি ফের প্রশ্নবাণ ছোঁড়েন, ছাত্রদের কথা না শুনে পেলেট-গানের গুলি চালানো হল কেন? কেন্দ্রের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এই সরকার ভবিষ্যতের কথা বলে। কিন্তু অন্যায়ের ভিতে ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয় না।

ক্ষমা চান শাহ

(প্রথম পাতার পর) সংসদের দুই কক্ষেই শুরু হয় তুমুল হইহট্টগোল। তার ফলে লোকসভা এবং রাজ্যসভা— উভয় কক্ষের অধিবেশনই দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়। ২০ জুলাই সিজেপি-র সংসদ অভিযান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজধানী। সেই আঁচ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নির্মম আঘাত হানে পুলিশ। পেলেট গান থেকে শুরু করে পেরেক পোঁতা লাঠি-বৈদ্যুতিক লাঠি ব্যবহার করে পুলিশ ও আধাসেনা। এই অভিযোগে সংসদের দুই কক্ষে সরব হন বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, যেহেতু দিল্লির পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন, সেই কারণে এই পুলিশি নিগ্রহে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। সিআরপিএফ-এর অধীনস্থ র‍্যাফ মোতায়েন ছিল দিল্লির বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশি পদক্ষেপে দায় স্বীকার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবদিহি ও ক্ষমার দাবি জানান বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস রোধে আইনি সংশোধনী বিল আনে কেন্দ্র। এদিন লোকসভায় সেই বিল নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু তা ভেস্তে যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

29 July, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৯ জুলাই ২০২৬
বুধবার

কাঠের আড়ালে ট্রাক্টরের মাদক পাচার, জলপাইগুড়িতে গ্রেফতার করা হল দু'জনকে

শ্লীলতাহানির অভিযোগ গ্রেফতার শিক্ষক

বিচারের দাবিতে প্রতিবাদে ছাত্ররা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি হাই মাদ্রাসা। অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই মাদ্রাসা চত্বরে বিক্ষোভে শামিল হন পড়ুয়া, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বিক্ষোভকারীরা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ক্লাস চলাকালীন ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত শিক্ষক অশোভন আচরণ করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ভুক্তভোগী ছাত্রী বিষয়টি সহপাঠীদের জানায় এবং বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের কাছেও অভিযোগ করে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন মাদ্রাসায় পৌঁছলেও ততক্ষণে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অভিযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে তাঁদের আর দেখা হয়নি বলে দাবি। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার সকাল থেকে পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা মাদ্রাসার সামনে জড়ো হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তোলেন। পরে তাঁরা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো একটি জায়গায় এমন ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অভিযুক্ত শিক্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তির পাশাপাশি ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না প্রধান শিক্ষকও। তাই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

চোর সন্দেহে গণপিটুনি, মৃত্যু

সংবাদদাতা, কোচবিহার : চোর অপবাদ দিয়ে মারধরের অভিযোগ। তার পরেই এক তরুণের রহস্যজনক মৃত্যু। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের রানিবাগান সংলগ্ন নদীর চর এলাকা। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে পথ অবরোধ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলায় এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে রাণীবাগান সংলগ্ন বাঁধের রাস্তায় একটি ভান্ডারা চলছিল। বৃষ্টি শুরু হলে ওই তরুণ একটি বাড়ির সামনে আশ্রয় নেন। অভিযোগ, তাঁকে চোর সন্দেহে আটক করে কয়েক জন মারধর করেন। পরিবারের দাবি, তাঁকে জোর করে কিছু খাইয়েও দেওয়া হয়েছিল। সোমবার সকালে রাস্তার ধারে অসুস্থ অবস্থায় ওই তরুণকে পড়ে থাকতে দেখেন তার এক আত্মীয়।

সময়ে হয়নি চিকিৎসা, গুজরাতে মৃত্যু মালদহের শ্রমিকের, ক্ষোভ

সংবাদদাতা,মালদহ: সিকিমের টানেল দুর্ঘটনায় ২৫ জন শ্রমিকের মৃত্যুর পর পরিযায়ীদের ভিন রাজ্য থেকে ফিরে আসার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বার্তার ৪৮ ঘন্টা কাটতে না কাটতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য গুজরাত থেকে ফিরল মালদহের ইংরেজবাজারের শ্রমিকের নিথর দেহ। গত রবিবার কাজ করতে করতেই গুজরাতের জামনগরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ইংরেজবাজারের বাসিন্দা শেখ নুরুল। পরিবারের অভিযোগ, সঠিক সময়ে চিকিৎসা হয়নি। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা হয়েছিল। ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে এমন পরিণতি হত না। মঙ্গলবার ওই শ্রমিকের নিথর দেহ বাড়িতে ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শোকার্ত পরিজনরা। কাঁদতে কাঁদতেই তাঁরা গাফিলতির অভিযোগ করেছেন।

মৃত শ্রমিকের শোকার্ত পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রী, দুই সন্তান ও বৃদ্ধ মায়ের মুখে অন্ন জোগাতেই প্রায় দেড় মাস আগে গুজরাতের জামনগরে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন সেখ নুরুল। সেখানে কর্মরত অবস্থায় গত রবিবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীদের দাবি, সেখ নুরুলই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁর অকালপ্রয়াণে পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে গিয়ে প্রাণ হারানোর ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাঁরা মৃত শ্রমিকের পরিবারের জন্য অবিলম্বে সরকারি আর্থিক সহায়তা, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে।

বৈধ নাগরিক জলিল বন্দি মুক্তি অনিশ্চিত, বাড়ছে ক্ষোভ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: 'বাংলাদেশি' সন্দেহে গ্রেফতার উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া বিধানসভার বালিয়ামোড় গ্রামের ৬৬ বছরের বাসিন্দা জলিল আখতার এর মুক্তি ঘিরে অনিশ্চয়তা বজায় রইল। সাত দিনের জেল হেফাজত শেষে সোমবার তাঁকে পুনরায় ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে, পুলিশ তাঁর ভারতীয় পরিচয় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয়। পুলিশের দাবি, প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে রিপোর্ট প্রস্তুত করা যায়নি। বিচারক তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে কথা বলে আগামী ১ অগাস্ট জলিল আখতারকে পুনরায় আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন। গত ১৯ জুন রাতে বালিয়া মোড় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এরপর হোল্ডিং সেন্টার থেকে তাঁর হঠাৎ 'নিখোঁজ' হওয়ার খবরে পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরিবারের পক্ষে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির মাধ্যমে অভিযোগ তোলা হয়।

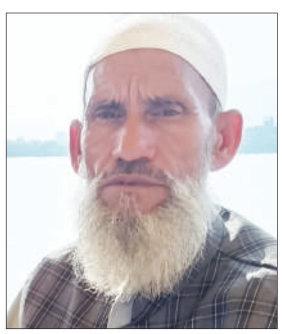

পরবর্তীকালে ডালখোলা পুলিশ তাঁকে আদালতে পেশ করলে আইনজীবী ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ও প্যান কার্ডসহ একাধিক নথি জমা দিয়ে জলিল আখতারকে নির্দোষ ও ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করেন। পরিবারের অভিযোগ, ১৯৯৫ সাল এর ভোটের লিস্টে, ২০০২ লিস্টে নাম রয়েছে জলিল আখতার এর এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও ভোট দিয়েছেন। এখন ১ অগাস্টের শুনানির দিকেই নজর সকলের।

মূর্তি নদীতে উদ্ধার হল পর্যটকের দেহ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ডুয়ার্সের মূর্তি থেকে নিখোঁজ হওয়া বিহারের পর্যটকের দেহ উদ্ধার হল ঘটনার ছয় দিন পর। মৃত পর্যটকের নাম রাজেশ কুমার (৩৮)। তিনি বিহারের সমস্তিপুর জেলার কেসো নিজামত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে মৎস্যজীবীরা জলঢাকা নদীতে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা স্থানীয় থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি শনাক্ত করেন। জানা গেছে, গত বুধবার বিহার থেকে ৬৭ জনের একটি পর্যটক দল ডুয়ার্সের মূর্তিতে বেড়াতে আসে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই পর্যটক রিসোর্ট থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে রিসর্টের সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা যায়, তিনি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে মূর্তি নদীর দিকে চলে গিয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই মেটেলি থানার পুলিশ, বনকর্মী, কুনকি হাতি, ড্রোন এবং স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। কিন্তু লাগাতার চেষ্টা সত্ত্বেও এতদিন তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। অবশেষে আজ ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি এলাকায় জলঢাকা নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ।

সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে মৃত্যু চিতাবাঘের

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

ভরা বর্ষার মরশুমে বন্যপ্রাণীদের প্রজননের সময়ে সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক চিতা বাঘের। ঘটনাটি ঘটেছে বক্সার জঙ্গল লাগোয়া আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তুরতুরি চা বাগানের ১৬ নম্বর সেকশনে। মঙ্গলবার সকালে ওই চা বাগানে একটি মাঝবয়সী চিতাবাঘের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় মানুষজন। তারপর তারা খবর দেয় বন দফতরকে। বন কর্মীরা এসে মৃত চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর বনকর্তাদের অনুমান, মৃত

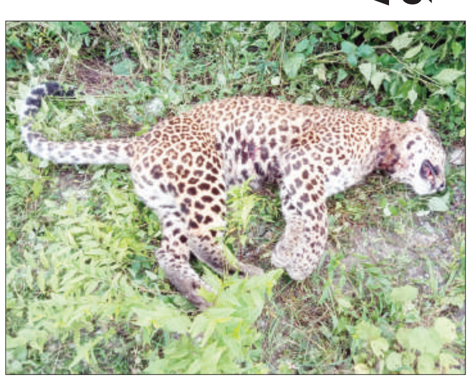

চিতাবাঘটির বয়স পাঁচ-ছয় বছর হবে। মৃত চিতাবাঘটির দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও চা বাগানের যে জায়গায় চিতাবাঘটির দেহ পড়েছিল, সেই জায়গায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন মিলেছে। যার ফলে বন দফতরের আধিকারিকরা অনুমান করছেন, সম্ভবত প্রজননের মরশুমে সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়েই অন্য কোনও চিতাবাঘের সঙ্গে সংঘর্ষে এটির প্রাণ গিয়েছে। যদিও বন দফতর জানিয়েছে চিতাবাঘের মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

সাপের ছোবল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ধূপগুড়ি মহকুমা এলাকায় ক্রমশ বাড়ছে সাপের উপদ্রব। গত সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত সাপের কামড়ে অসুস্থ হয়ে প্রায় ১৫ জন রোগী ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশ কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও এখনও ৬ থেকে ৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে বেশিরভাগকেই নির্বিষ দারাশ বা ঢোড়া সাপ ছোবল মেরেছে কিন্তু কয়েকজনকে গোখরো ছোবল মেরেছে বলে জানান চিকিৎসকরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 July, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পলাশিপাড়া-কলকাতা সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে মানুষ, উদাসীন সরকার

প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরে পলাশিপাড়া থেকে কলকাতাগামী সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ। ফলে কলকাতায় যাতায়াত করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পলাশিপাড়া, তেহট্ট-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী ও চিকিৎসার প্রয়োজনে কলকাতায় যাতায়াত করা মানুষজন। যাত্রীদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। দ্রুত ফের দুটি সরকারি বাস চালুর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পলাশীপাড়া, তেহট্ট এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে কলকাতার সরাসরি সরকারি বাস যোগাযোগ নেই বললেই চলে। অথচ ব্যবসা, চিকিৎসা, পড়াশোনা-সহ নানা প্রয়োজনে এলাকার বহু মানুষকে নিয়মিত কলকাতায় যেতে হয়। তৃণমূল আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ভিত্তিতে দুটি সরকারি বাস চালু হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছিল এলাকায়। কিন্তু আবারও বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, দুটি বাসেই যাত্রীদের যথেষ্ট ভিড় থাকত। ফলে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে নতুন করে সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষজন। যাত্রীদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন বাস বন্ধ হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মানুষ। আমাদের বোধগম্য নয়। ফের বাস দু'টি চালু হলে এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না স্থানীয় প্রশাসন-সহ নতুন সরকার। তাই এখনও বন্ধ রয়েছে সরকারি বাস পরিষেবা। পুনরায় চালুর দাবিও উঠেছে।

অস্থায়ী সেতুতে হাঁটু জলে বন্ধ যান চলাচল, দুর্ভোগ

প্রতিবেদন : একদিনের টানা বৃষ্টিতেই খড়্গপুর-কেশিয়াড়ি রাজ্য সড়কের উপর থাকা হাতিগেড়িয়া ও লেঙ্গামারার মাঝের অস্থায়ী সেতুর উপর হাঁটুসমান জল উঠে যায়। ফলে বন্ধ যান চলাচল। যার জেরে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে বহু মানুষকে। তবে বাসিন্দাদের একাংশ হাঁটুজলের মধ্যেই রাস্তা পার করছেন। যান চলাচল বন্ধ থাকায় গাড়ি নিয়ে কেশিয়াড়ি থেকে খড়্গপুর বা মেদিনীপুর যেতে হলে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে চালকদের।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে ২৪ ঘণ্টায় পদত্যাগ দাবি

দুর্গাপুর স্টিলে বিজেপির দাদাগিরি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেওয়াকে ঘিরে বিজেপির বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে সরাসরি চেয়ারম্যান ললিতকুমার দাসের ঘরে গিয়ে তাঁকে পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ

দেখান। পরে ব্যাঙ্কের বাইরে স্লোগান ও প্রতিবাদ দেখানোও হয়। ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া রাজনৈতিক দাদাগিরিরই বহিঃপ্রকাশ বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত। চেয়ারম্যান ললিতকুমার দাস বলেন, তিনি পদত্যাগ করতে রাজি আছেন, তবে নিয়ম ও আইন মেনেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

দ্বারকেশ্বর নদী পেরিয়ে জয়পুরের জঙ্গলে ঢুকল শাবক-সহ হাতির দল

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : ১৮টি হাতির একটি দল কয়েকদিন আগে বড়জোড়া হাতি করিডোর থেকে বেরিয়ে এসে দলমার উদ্দেশে রওনা দেয়। গতরাতে সোনামুখী জঙ্গল ও পাত্রসায়রের জঙ্গল হয়ে কয়েকটা পেরিয়ে জয়পুরে জঙ্গলে ঢুকতে দৃশ্য দেখা গেল তাদের। জঙ্গলে ফের দলের সঙ্গে মিশে যায় ওই হাতিগুলি। রাস্তা পারাপারের সময় হাতি দেখতে ভিড় জমায় উৎসুক জনতা। অত মানুষ দেখে এক দাঁতাল গর্জন করে তেড়ে

হাতি দ্বারকেশ্বর নদী পেরিয়ে জয়পুরের জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু দুটি শাবক হাতি নিয়ে পিছিয়ে পড়ে দুটি বড় হাতি। নদী পেরোতে তাদের সকাল হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই বর্ষায় জলে বেড়েছে দ্বারকেশ্বর নদীর। মঙ্গলবার সাতসকালেই সেই জল যায়। তবে বন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে হাতির দলটি অবস্থান করছে জয়পুর রেঞ্জের মাচানতলা বিটের কসির বাগান জঙ্গলে। বন দফতরের পক্ষ থেকে ওই সমস্ত এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।

উদ্ধার বিপুল দেশিবিদেশি মদ বেআইনি কারবারে ধৃত এক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : গভীর রাতের অন্ধকারে বেআইনিভাবে বিক্রি হচ্ছিল দেশি ও বিদেশি মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কড়া পদক্ষেপ করে কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত কমলেশ হাজরা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ দেশিবিদেশি মদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, করঙ্গপাড়া এলাকার বাসিন্দা ধৃত কমলেশ লেনিন সরণি সংলগ্ন একটি দোকান থেকে বৈধ লাইসেন্স ও আবগারি দফতরের অনুমতি ছাড়াই রাতের বেলায় অবৈধভাবে মদ বিক্রি করছিল। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়েই কোকওভেন থানার পুলিশের অভিযান চলে। অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। বৈধ লাইসেন্স বা আবগারি দফতরের অনুমতি ছাড়া মদ বিক্রি সম্পূর্ণ বেআইনি। আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে আবগারি ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কোক ওভেন থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মদের উৎস এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিলে ছাড়ে লাভ কিনা ধন্দে কৃষকেরা, চান নিয়মিত মিটার রিডিং

প্রতিবেদন : বাংলায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইউনিট প্রতি ২ টাকা ছাড় ঘোষণা করে দাবি, এতে চাষিরা লাভবান হবেন। কিন্তু চাষিদের অনেকেরই যুক্তি, আমন ও বোরো ধান বা সবজি চাষে ঠিক কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে-তা তাঁরা জানতে পারেন না। মিটার রিডিং না নিয়েই তিন মাস অন্তর পাঠানো বিল তাঁদের মেটাতে হয়। প্রত্যেক চাষির জমির পরিমাণ এক নয়। ফলে যাঁরা বেশি জমি চাষ করেন, তাঁরা লাভবান হচ্ছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক চাষিরা। এতে চাষিদের কতটা সুবিধা হবে-তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। চাষিদের একটা বড় অংশের অভিযোগ, তাঁদের অনেকের বৈধ কানেকশন থাকলেও হয় মিটার নেই, অথবা থাকলেও

তা অকেজো। মিটার রিডিং না নিয়েই চাষের জমির পরিমাণ অনুযায়ী গড়পড়তা বিল আসে এবং সেই বিলই তাঁদের মেটাতে হয়। সেজন্য চাষিদের দাবি, নিয়মিত মিটার রিডিং নিয়ে সেই অনুযায়ী বিল পাঠানো হোক। তাহলেই তাঁরা প্রকৃত উপকৃত হচ্ছেন কিনা বোঝা যাবে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার রিজিওনাল ম্যানেজার কৌশিক মণ্ডলের কথায়, এই বিষয়ে বিভাগীয় কোনও গাইড লাইন আসেনি। গাইড লাইন এলে সেভাবে কাজ হবে। এদিকে চাষিদের বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠে আসছে। বড়ঞার এক চাষি নিরঞ্জন ঘোষের বক্তব্য, গত এক বছর ধরে তাঁর মিটার অকেজো। এখন বছরে ৬০ হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছে। মিটার থাকলে যতটা বিদ্যুৎ পুড়বে, সেই অনুযায়ী টাকা দিতে পারা যাবে। কিন্তু মিটার রিডিং না নিলে জানা যাবে না, ছাড়ে আদৌ চাষিরা সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন কিনা। মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার লোক আসেন ঠিকই। কিন্তু মিটার রিডিং নেওয়া হয় না। চাষের জমির পরিমাণ অনুমান করে গড়পরতা বিল করে দেওয়া হয়। সেটাই মিটিয়ে আসতে হচ্ছে। জেলার বেশিরভাগ চাষিরই দাবি, মিটার রিডিং নিয়েই বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হোক।

আদ্রা ডিভিশনে ফের সপ্তাহভর ট্রাফিক ব্লক রেল পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের হয়রানির শেষ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশন ফের সপ্তাহব্যাপী ট্রাফিক কাম রোলিং ব্লক শুরু করায় চলতি সপ্তাহেও একাধিক ট্রেন বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এর ফলে রেল পরিষেবার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। অভিযোগ, মাল পরিবহনকারী ট্রেন বেশি করে চালানোর জন্য লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। রেলের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা। যাত্রী পরিষেবা নয়। যদিও রেলকর্তাদের দাবি, লাইনের সুরক্ষা, যাত্রীদের সুনিশ্চিত যাতায়াতের কথা ভেবেই এই কাজ। এদিকে রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত কাজ চলবে আদ্রা ডিভিশনে। ফলে আদ্রা-মেদিনীপুর মেমু ২৮, ৩১ জুলাই এবং ২ আগস্ট বাতিল থাকছে। একেই ভাবে আদ্রা-ভাগা মেমু ২ আগস্ট বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি আসানসোল-আদ্রা মেমু ৩০ ও ৩১ জুলাই এবং ২ আগস্ট বাতিল হয়েছে।আসানসোল-পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার সোমবার এবং ৩০ জুলাই বাতিল থাকছে। টাটা-আসানসোল মেমু ২৮ ও ২৯ জুলাই এবং ১ ও ২ আগস্ট বাতিল করা হয়েছে।ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া মেমু ২৮ ও ৩০ জুলাই এবং ২ আগস্ট বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বহু ট্রেন দেরিতে চলবে বলেও জানানো হয়েছে। ফলে নিঃসন্দেহে খড়্গপুর, আসানসোল, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, আদ্রার মানুষজনের ভোগান্তি বাড়বে। তাই বিস্তীর্ণ এলাকার রেলযাত্রীরা স্পষ্টত ক্ষুব্ধ।

রহস্যমৃত্যু বাইক মিস্ত্রির

প্রতিবেদন : বাইক সারাতে এত দেরি হচ্ছে কেন! এই নিয়ে তুমুল বচসা বেধেছিল গ্যারাজের মিস্ত্রি এবং খদ্দেরের মধ্যে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই খদ্দের মানিক পোড়েলের বাড়ির সামনের উঠোন থেকে উদ্ধার হল মিস্ত্রি তুফান ক্ষেত্রপালের (২৮) নিথর দেহ। বর্ধমানের বড়নীলপুর বটতলা এলাকার এই ঘটনায় পরিবারের অভিযোগ, হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে খুনে যুক্ত তুফানের পূর্বপরিচিত মানিক।

১৩ লক্ষের বেশি আবেদন জমা, এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়েছে সাড়ে ৫ লক্ষ

সরকারি ঘোষণামতো অগাস্টে অন্নপূর্ণার টাকা দূরঅস্ত

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাওয়া নিয়ে চিন্তায় মহিলারা।

প্রতিবেদন : অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে অন্য জেলার মতো পূর্ব মেদিনীপুরেও মহিলাদের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অনেকেই এই যোজনায় আবেদন করেও টাকা পাচ্ছেন না। অথচ, তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেতেন। ২৩ জুলাই পটাশপুর ২ ব্লকের সাউথখণ্ড পঞ্চায়েতে এনিয়ে মহিলারা বিক্ষোভও দেখিয়েছিলেন।

রবিবার ময়না ব্লকে রাস্তার কাজের সূচনায় রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী অশোক দিন্দার উপস্থিতিতে মহিলাদের অনেকেই আবেদন করেও টাকা না পাওয়ার অভিযোগ জানান। মন্ত্রী বলেন, যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি, তাঁরা পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন। এদিকে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে চূড়ান্ত পর্যায়ের এনকোয়ারির ভিত্তিতে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে আর সেই তালিকা ধরেই অগাস্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হবে বলে রাজ্য নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরে ১৩ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ৫ লক্ষ আবেদন যাচাই করে চূড়ান্ত উপভোক্তার তালিকা তৈরি হয়েছে। ফলে জুলাই মাসে জেলায় ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও আগস্টে সেই সংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ, বাড়ি বাড়ি ভেরিফিকেশন করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে অগাস্টের তৃতীয় সপ্তাহ গড়িয়ে যাওয়ার কথা। ফলে জুলাই মাসে সুবিধা পাওয়া সবার অ্যাকাউন্টে টাকা নাও ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। ভেরিফিকেশনের পর যাঁদের নাম অন্নপূর্ণা যোজনার চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকায় উঠবে, তাঁরাই অগাস্টে টাকা পাবেন। সোমবার পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরের সেই সংখ্যাটা মাত্র সাড়ে ৫ লক্ষ। এর আগে আবেদনপত্র প্রাথমিক এনকোয়ারির পর জেলা প্রশাসনের অনুমোদনের ভিত্তিতেই কিছু অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল। রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিল, আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে ওই স্কিমের শর্তপূরণ হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত লিস্ট বানাতে হবে। তার ভিত্তিতেই অগাস্ট থেকে টাকা দেওয়া হবে। সেইমতো জেলায় বাড়ি বাড়ি চেকিং শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জমা পড়া প্রায় ১৩ লক্ষ ১০ হাজার আবেদনের মধ্যে মাত্র সাড়ে ৫ লক্ষ উপভোক্তার চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয়েছে সোমবার অবধি। এই তালিকা ধরেই টাকা দেওয়া হবে। এই জেলায় পুরো ১৩ লক্ষ বাড়ি ঘুরে এনকোয়ারি শেষ করতে তৃতীয় সপ্তাহ লেগে যাবে বলে অনুমান। তার আগে সরকারের কথামতো অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে কতজনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে সেটাই দেখার।

শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে এলে ডিম ছোঁড়া হল কাজল, বিধানকে

অকুস্থলে কাজল শেখ ও বিধান মাঝি।

প্রতিবেদন : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর ক্ষোভ উগড়ে দেওয়ার নতুন ট্রেন্ড হিসেবে অনৈতিক ও বেআইনি ডিম থেরাপিকে চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। বাদ যাননি তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা-নেত্রীরা। এবার রেহাই মিলল না বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখেরও। সোমবার সকালে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ এবং নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি। সোমবার সকালে নানুরের বাসাপাড়া এলাকায় বিক্ষোভকারীরা তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ার পাশাপাশি স্লোগান দিতে থাকেন। ফলে উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে। জানা গিয়েছে, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কাজল শেখ ও বিধানচন্দ্র মাঝি বাসাপাড়ার শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান। শহিদ বেদি চত্বরে প্রবেশ করতেই তাঁদের গাড়ি এবং মঞ্চ লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া শুরু হয়। আগাম সতর্কতা হিসেবে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল পুলিশ। ডিম ছোঁড়ার পর পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। ঘটনার পর কাজল বলেন, যারা ডিম ছুড়েছে, তাদের কোনওদিন রাজনীতিতে দেখিনি। তারা সমাজবিরোধী। শহিদ বেদি ও শহিদ মঞ্চকে ওরা অসম্মান করেছে।

অবশেষে বিজেপির মিথ্যা মামলা থেকে জামিন পেলেন প্রাক্তন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল

সংবাদদাতা, নদিয়া : অবশেষে জামিন পেলেন প্রাক্তন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। নতুন সরকার আসার পর ত্রিপল চুরির মামলা করা হয় প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। যদিও ৯ জুন তিনি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেই তাঁর হাতে থাকা ত্রাণ ও উৎসবকালীন সামগ্রী ফেরত দেওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছিলেন। ফেরত দেওয়ার সময় বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা তাঁকে হেনস্থা করে। মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জেলে থাকাকালীন উজ্জ্বল বিশ্বাসের কেন্দ্র কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার ধুবুলিয়ার একটি জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলাতেও তাঁর নাম জড়ানো হয়। দীর্ঘ দেড় মাসের বেশি কারা ভোগের পর মঙ্গলবার নদিয়া জেলা দায়রা আদালত তাঁকে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অন্য একটি মামলায় জামিন দেয়। যদিও আগেই ই ত্রিপল-কাণ্ডে জামিন পেয়েছিলেন। তাঁর এই জামিন পাওয়ার উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে ভেসেছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ও তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা। সন্ধ্যে সাতটার কিছু পরে জেলা সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পান জেলার অন্যতম প্রবাদপ্রতিম তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। উপস্থিত সাধারণ মানুষ থেকে তৃণমূল কর্মী সবাই বিজেপির এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন, এমন একজন সৎ মানুষকে বিনা দোষে মিথ্যে মামলা দিয়ে যেভাবে জেল খাটাল বিজেপি, মানুষই এর বিচার করবেন।

মহাশ্মশানে সৎকারকাজে বিড়ম্বনা, কর্মীর অভাবে বাড়ছে অব্যবস্থা

প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরেই নবদ্বীপ মহাশ্মশানে চলছে সংকট। মূলত প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবে মৃতদেহ দাহ ও অন্যান্য পরিষেবা পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যা হচ্ছে। সমাধান করতে নাজেহাল প্রশাসন। প্রতিদিন গড়ে গরমকালে ৪০ এবং শীতে প্রায় ৬০টি মৃতদেহ সৎকার হয় এখানে। দাহের জন্য তিনটি বৈদ্যুতিক চুল্লি থাকলেও আপাতত চালু মাত্র দুটি। কাঠে দাহ করার ৬টি চুল্লির পাশাপাশি রয়েছে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থাও। এছাড়া ঠান্ডা ঘরে একসঙ্গে ৪টি মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তুলনায় কর্মিসংখ্যা অত্যন্ত কম। এমনকি, শ্মশানে কোনও স্থায়ী চুল্লি অপারেটরও নেই। ডোমেদের মধ্যে ৪ জন মাইনে পান, বাকি দুজন পারিশ্রমিক ছাড়াই বছরের পর বছর কাজ করছেন। শ্মশানকর্মীদের দাবি, এখানে ২৪ জন কর্মী থাকার কথা হলেও এখন আছেন মাত্র ১৮ জন। তাঁদের মধ্যে আবার একজনই স্থায়ী কর্মী। বাকিরা সবাই অস্থায়ী। ফলে প্রতিদিন পরিষেবা দিতে কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। কেউ ছুটি নিলে বা গরহাজির থাকলে সমস্যা আরও বাড়ে। কর্মীদের দাবি, দ্রুত প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। ভেঙে পড়ছে শ্মশানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও। নবদ্বীপ মহাশ্মশানের শিফট ইনচার্জ মানব সাহার কথায়, ৬টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য। পর্যাপ্ত অপারেটর ও ডোম না থাকায় বৈদ্যুতিক চুল্লি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হচ্ছে। অফিসঘরে নেই জেরক্স মেশিন। দীর্ঘদিন নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে শ্মশান চত্বর, সমাধিক্ষেত্র, মৃতদেহ সংরক্ষণাগার সংলগ্ন বাগান, শ্মশানে যাতায়াতের মূল রাস্তার দু'ধার জঙ্গল ও আগাছায় ভরে উঠেছে। এসবের কারণে সমস্যায় পড়ছেন শবদেহ নিয়ে আসা আত্মীয়-পরিজন-সহ শ্মশানবন্ধুরা। শুধু শ্মশানঘাট নয়, নবদ্বীপ পুরসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কর্মিসংকট রয়েছে। প্রশাসক দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু সমস্যা কমছে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

29 July, 2026 • Wednesday • Page10 || Website - www.jagobangla.in

যন্তর-মন্তরে আন্দোলনের মাঝেই হৃদয় বিনিময়। এবং পরিণতিতে শুভ পরিণয়। বিহার থেকে এসে ককরোচ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন মোহন শ্রীবাস্তব। সেখানেই গাঢ় বন্ধুত্ব এক তরুণীর সঙ্গে। সফল আন্দোলনের শেষে তাঁকে বিয়ে করেই ঘরে ফিরলেন মোহন

নতুন বিমা কোম্পানি?
সৌগতর প্রশ্নে গভীর অস্বস্তিতে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি: তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের প্রশ্নে গভীর অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন কেন্দ্রীয় সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। বলতে গেলে পালানোর পথ পেলেন না তিনি। লোকসভায় লিখিত জবাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরে শাহ সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইলেন সৌগত রায়ের আসল প্রশ্নটাই। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় সুস্পষ্ট ভাবে জানতে চেয়েছিলেন—১) সরকারের নতুন কোনো বিমা কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে কি না ২) বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইআরডিএআই থাকা সত্ত্বেও নতুন কোম্পানির প্রয়োজনীয়তা ও তার আর্থিক সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে কি না এবং ৩) প্রস্তাবিত কোম্পানিটি সম্পূর্ণ সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত, নাকি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে গঠিত হবে? এই নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির সরাসরি উত্তর না দিয়ে শুধু আত্মপ্রচারের ঢাক পিটিয়েছে কেন্দ্র। সমবায় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'সহকার সে সমৃদ্ধি' দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সমবায় ক্ষেত্রের পরিধি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো বিমা পণ্যের করপোরেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা নিজস্ব ব্যবসার ঝুলিতে বৈচিত্র্য আনতে পারে এবং তাদের ফি-ভিত্তিক আয় বৃদ্ধি পায়। জবাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আরবিআই-এর সঙ্গে সমন্বয় করে গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে করপোরেট এজেন্ট লাইসেন্স পাওয়ার জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন ৫০ কোটি টাকার নিট মূল্যের শর্তটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ ও আধা-শহরাঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি খুব সহজেই বিমা সংস্থাগুলির দালাল বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভায় সাংসদের মূল প্রশ্ন ছিল—সরকার নতুন কোনও পৃথক বিমা কোম্পানি খুলছে কি না এবং তার অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা কতটুকু। কিন্তু মন্ত্রকের এই জবাবটিতে প্রশ্ন এড়ানোর কৌশল পরিষ্কার। কোনও নতুন কোম্পানি গঠন বা তার আর্থিক সম্ভাবনার হিসাব পেশ না করে কেবল ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে বিমা বিক্রির বাণিজ্যিক কৌশল তুলে ধরায় সরকারের স্বচ্ছতার অভাব প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ৪ দিনের মাথায় জোর হোঁচট
নিট মামলার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে গরহাজির সিবিআই, স্থগিত শুনানি

নয়াদিল্লি: ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণাই সার। শুরুতেই হোঁচট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরির কথা ঘোষণা করার ঠিক চার দিনের মাথায় বড়সড় ধাক্কা খেল সেই ব্যবস্থা। প্রশ্ন উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে। বহুচর্চিত নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলার বিচারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে সোমবার প্রথম শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের কোনও প্রতিনিধি বা আইনজীবী আদালতে হাজিরই হলেন না। ফলে প্রথম দিনেই কোনও শুনানি হল না। শেষপর্যন্ত মামলার দিন পিছিয়ে ৩ আগস্ট করতে বাধ্য হন বিচারক।

মামলার অভিযুক্ত দিনেশ বিওয়াল ও বিকাশ বিওয়ালের জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল বিশেষ বিচারক অনু গ্রোভার বালিগার আদালতে। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে কোনও আইনজীবী হাজির না থাকায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। অন্যদিকে

অভিযুক্তদের আইনজীবী এপি সিং জানান, রোহিণী আদালতে অন্য মামলা থাকায় তিনি সিবিআই আইনজীবীর জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে পারছেন না। এরপর আদালত বাধ্য হয়ে আগামী ৩ অগাস্ট সকাল ১০টায় পরবর্তী শুনানির সময় স্থির করে এবং ভবিষ্যতে প্রতিটি শুনানিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ডিরেক্টর অফ প্রসিকিউশনকে কড়া নির্দেশ দেয়।

উল্লেখ্য, দেশজুড়ে তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর, গত ২৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক বার্তায় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন ও কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিল আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনই সিবিআইয়ের এমন অনুপস্থিতি সরকারের সদিচ্ছা ও তৎপরতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ এক্স-এ খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করেছেন, নিজেদের সিবিআই যেখানে মামলা পরিচালনায় ন্যূনতম উদ্যোগ দেখাচ্ছে না, সেখানে কোন মুখে মোদি সরকার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বড়াই করছে? একইভাবে কটাক্ষ করেছেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) মুখপাত্র সৌরভ দাসও।

লক্ষণীয়, দেশজুড়ে যুব আন্দোলনের চাপের মুখে সরকার সংসদে 'পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশ করেছে। যেখানে ফাস্ট ট্র্যাক তদন্ত, বিশেষ আদালত, ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এনটিএ-র পরীক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ৬ সদস্যের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, দুই বছর আগে ইসরোর সাবেক চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণন কমিটির দেওয়া ১০১টি সুপারিশ এখনও বাস্তবায়িত না করে নতুন নতুন ঘোষণা দিয়ে সরকার স্রেফ কালক্ষেপ করছে।

বিজেপি নেতার উসকানি মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ল বিরোধীরা

নয়াদিল্লি: ছিঃ! কতটা নীচে নামলে এবং কতটা উদ্ধত হলে এমন ভয়ঙ্কর উসকানিমূলক মন্তব্য করতে পারে কেউ। লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়ে যন্তরমন্তরের আন্দোলনের পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে কেরলের আরএসএস তথা বিজেপি নেতা মোহনদাস বলেছেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে যন্তরমন্তর ঘিরে কারফিউ জারি করতাম এবং গুলি করে মারতাম প্রতিবাদীদের। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। আন্দোলনকারী ছাত্রীদের নিয়েও চরম অপমানজনক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছেন জঘন্য নিম্নরুচির এই মোহনদাস। বলেছেন, সেখানে এমন কিছু মেয়ে ছিল যারা ধর্ষিতা হতেই পছন্দ করে। এমন যদি কিছু সত্যিই ঘটে যেত, তা হলে নিশ্চয়ই তারা কোথাও অভিযোগ জানাতে পারত না। লক্ষণীয়, এই 'গুণধর' মোহনদাস আবার বিজেপির বুদ্ধিজীবী শাখার সভাপতি ছিলেন একসময়। প্রশ্ন উঠেছে, যে দলের বুদ্ধিজীবী নেতারই এমন নিম্নরুচি, সে দলের আসল রূপটা তা হলে কতটা ভয়ঙ্কর?

সংঘ-ঘনিষ্ঠ এই বিজেপি নেতার এমন জঘন্য মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস। সমাজমাধ্যমে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই জঘন্য মানসিকতা আসলে সংঘের হিংস্র নারীবিদ্বেষী মনোভাবেরই প্রতিফলন। ঘৃণার আগুনে দেশকে ছুঁড়ে ফেলা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপই সংঘের ইতিহাস। দেশের মানুষ কখনোওই তা সহ্য করবে না। এইধরনের হতাশ, নিম্নরুচির মানুষদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা।

ধর্ষকদের আড়াল করেছিলেন প্রহ্লাদ, তোপ রাহুল-প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি: নতুন শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই প্রহ্লাদ যোশীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে রীতিমতো চাঁচাছোলা ভাষায় রাহুল মন্তব্য করলেন, যাঁরা ধর্ষকদের রক্ষা করেন, আড়াল করেন, তাঁদের চেয়ে নোংরা আর কেউ হতে পারে না। আর সেই মানুষকেই করা হল দেশের শিক্ষামন্ত্রী। লক্ষণীয়, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও লোকসভায় একই ইস্যুতে এক হাত নিয়েছেন প্রহ্লাদ যোশীকে। রাহুলের তোপ, এমন একজনকে শিক্ষামন্ত্রী করা হল যিনি গুজরাতে বিলকিস বানোর গণধর্ষণকারীদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ২০২২-এর গণধর্ষণ মামলায় যখন ১১ জন সাজাপ্রাপ্ত দোষীকে সেই সময়ের গুজরাত সরকার আগাম মুক্তি দিয়েছিল, তখন সরকারের সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন প্রহ্লাদ যোশী।

কে সরাল মাঝরাতের সেলফি ভিডিও? রাগে অগ্নিশর্মা মোদি

নয়াদিল্লি: রেগে আগুন মোদি। সমাজমাধ্যম থেকে হঠাৎ উধাও তাঁর তিন মিনিটের ভিডিও। বিপাকে, ঘোর বিপাকে মোদি। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রীতিমতো অস্বস্তিকর তো বটেই। তাঁর সেলফি ভিডিও কীভাবে উধাও হল ফেসবুক থেকে-ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না মোদি। কার এতবড় সাহস? মধ্যরাতের ভিডিওতে গালভরা অনেক কথা বলেছিলেন তিনি। ছিল প্রতিশ্রুতি, উপদেশ এবং পরামর্শও। প্রশ্নফাঁসের ঘটনা তাঁকে যে খুবই ব্যথা দিয়েছে, সে কথাও বলতে ভোলেননি মোদি। বলেছিলেন, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না কোনওদিনই। তা নিয়ে কটাক্ষও কম হয়নি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেন, আজকাল গভীর রাতে ভিডিও তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আচমকাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফেসবুক থেকে মেটা সরিয়ে দিল 'ফ্রেন্ডস'-এর ভিডিও। কিন্তু কেন এমন হল, তা থেকে গেল রহস্যের আড়ালেই। রাগে অগ্নিশর্মা মোদি। এ যেন বজ্রপাত। সত্যিই বিপাকে পড়ল মেটা। ক্ষমা চেয়েও রেহাই নেই। মোদির করা সেলফি ভিডিও ফেসবুক থেকে ডিলিট হয়ে

ক্ষমা চেয়েও রেহাই পেল না মেটা

যেতেই কেন্দ্রের কোপে পড়তে হল জুকারবার্গের সংস্থাকে। তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় সরকার ডেকে পাঠাল মেটার কর্তাদের। ক্ষমা চেয়ে মেটা অবশ্য বলছে, ভুল হয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নাকি নেপথ্যে কোনও গভীর রহস্য? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মোদি সরকার। কী হয়েছিল ব্যাপারটা? নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উদ্দেশে গত বৃহস্পতিবার একটি সেলফি ভিডিও করে মধ্যরাতে বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দেখা যায়, সেই ভিডিওটি কিছুক্ষণের জন্য ডিলিট হয়ে গিয়েছে ফেসবুক থেকে। এরপরেই মঙ্গলবার এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য ক্ষমা চায় মেটা। কিন্তু কেন ঘটল এই ঘটনা তা বিস্তারিত জানতেই মেটার আধিকারিকদের তলব। মেটা জানিয়েছে, এই ভুল অনিচ্ছাকৃত। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই ভিডিওটি সরে গিয়েছিল। ভুলবশত হয়ে গিয়েছে। মেটা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ভুলবশত ওই কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে এখন আবার ভিডিও ফেরত আনা হয়েছে। কিন্তু তবুও সন্দেহ কাটছে না মোদি সরকারের।

ইসলামাবাদ-বিরোধী বিক্ষোভে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গত ২৪ ঘণ্টায় নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিক্ষোভকারী সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র অভিযোগ। এরই মধ্যে মঙ্গলবার বেরিয়েছে প্রাদেশিক আইনসভার ১৩টি আসনের ফল

সুপ্রিম কোর্টে ৩০ বছর ধরে ঝুলে ২৬ মামলা!

দেশে মোট বকেয়া মামলার সংখ্যা ৫.৬৪ কোটি

রাজ্যসভায় জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ২৬টি মামলা ঝুলে রয়েছে, আর ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমে রয়েছে অন্তত ৫৫৮টি মামলা। রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে দেশের বিচারব্যবস্থায় মামলা জটের এই কঙ্কালসার চিত্রটি তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জাতীয় বিচার বিভাগীয় তথ্য গ্রিডের তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানান, ২০২৬ সালের ২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কেবল সুপ্রিম কোর্টেই ঝুলে থাকা মোট মামলার সংখ্যা ৯৫,৯৩৬টি। রাজ্যসভার সদস্য দিলীপ কুমার রায়ের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী জানান, সুপ্রিম কোর্ট, ২৫টি হাইকোর্ট এবং সমস্ত জেলা ও অধস্তন আদালত মিলিয়ে দেশে বর্তমানে মোট ৫.৬৪ কোটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে শুধু সুপ্রিম কোর্টেই ১০ বছরের বেশি সময় ধরে আটকে রয়েছে ১০,০৯৪টি মামলা। এছাড়া ৫ বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছে ২৪,৬১১টি এবং ১ বছরেরও বেশি সময়

ধরে বিচারাধীন রয়েছে ৪৯,২৪৮টি মামলা। দেশের ২৫টি হাইকোর্টে মোট ৬৩.৭৬ লক্ষ মামলা জমে রয়েছে, যার মধ্যে ৮০,৬৩৪টি মামলা ৩০ বছরেরও বেশি পুরনো। প্রায় ৪.৫১ লক্ষ মামলা ২০ বছরের বেশি এবং ১৬ লক্ষের বেশি মামলা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে রয়েছে।

হাইকোর্টগুলির মধ্যে মামলার পাহাড় জমার নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, যেখানে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১২.২৮ লক্ষ এবং ৩০ বছরের পুরনো মামলা রয়েছে ৫৩,৭৮৭টি। কলকাতার হাইকোর্টে ৩০ বছরের বেশি পুরনো ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা ১১,৪১৭টি। মুম্বই হাইকোর্টে এই সংখ্যা ৩,৯০১, পাটনা হাইকোর্টে ৩,৫১৩ এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টে ৩,১১৮টি। অন্যদিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নিম্ন আদালতগুলিতে ৪.৯৮ কোটি মামলা বকেয়া পড়ে রয়েছে, যার মধ্যে ৮১,২৭৫টি মামলা ৩০ বছরের চেয়েও পুরনো। সংসদে আইনমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মামলা নিষ্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বিচার বিভাগের একচ্ছত্র এক্তিয়ারের বিষয়। মামলার জটিলতা, প্রমাণের ধরন, আইনজীবী, তদন্তকারী সংস্থা, সাক্ষী এবং আবেদনকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সহ একাধিক কারণেই আদালতে বছরের পর বছর বিচার প্রক্রিয়া ঝুলে থাকে বলে তিনি জানান। তবে মামলার এই পর্বতপ্রমাণ জট দেশের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা ও সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার বিলম্বকে আবারও বেআব্রু করে দিয়েছে।

জাপানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প

টোকিও: ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। মঙ্গলবার রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.১। জাপানের দক্ষিণে কুমামোতো অঞ্চলে আঘাত হানে এই ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে ওঠে কিউশু দ্বীপ। উপকূলীয় এলাকায় ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ দেখা দেওয়ায় সুনামির সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। কম্পনের জেরে বেশ কিছু বড় বাড়ি ধসে পড়েছে, বহু জায়গায় আগুন লেগেছে এবং রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উদ্ধারকাজ চলছে। কুমামোতো, নাগাসাকি সহ সংলগ্ন অঞ্চলে জারি করা জরুরি সতর্কতার মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার পরিবার বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তার কারণে বুলেট ট্রেন সহ ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম প্রধান সেমিকন্ডাক্টর হাব হওয়ায় সোনি ও টিএসএমসি-র কারখানায় কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিজেপির পর এবার 'ই২০ জনতা পার্টি'

গড়কড়ির ইস্তফার দাবি সমাজমাধ্যমে

নয়াদিল্লি: ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র নেতৃত্বে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'ই২০ জনতা পার্টি' (ইজেপি) নামে একটি নতুন অনলাইন আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানি নীতি এবং দেশের সড়ক ব্যবস্থার কঙ্কালসার দশা নিয়ে এই ডিজিটাল গোষ্ঠীটি সরাসরি নিশানা করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়িকে। অবিলম্বে গড়কড়িকে বরখাস্তের পাশাপাশি দেশের জ্বালানি নীতিতে স্বচ্ছতার দাবি জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে ই২০ জনতা পার্টি জানিয়েছে, এটি কোনও রাজনৈতিক দল নয়। আমরা একটি স্বাধীন নাগরিক আন্দোলন, যা সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো নিয়ে সোচ্চার হতে চায়। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, উপভোক্তা অধিকার রক্ষা করা এবং ভারতের ই২০ (২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল) নীতির প্রকৃত প্রভাব নিয়ে এক মুক্ত প্রকাশ্য আলোচনার সৃষ্টি করা। এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটির পেছনে কাদের হাত রয়েছে কিংবা এর প্রতিষ্ঠাতা কে, সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে ইতিমধ্যেই ইনস্টাগ্রামে এদের অনুগামী বা ফলোয়ারের সংখ্যা ২ লাখ ২৫ হাজার এবং এক্সে ৩০ হাজার অতিক্রম করেছে। গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংগঠনটির অন্য একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, আমরা কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন বা প্রচার করি না। আমাদের সমর্থন সাধারণ মানুষের জন্য, কোনও রাজনৈতিক আদর্শের জন্য নয়। আন্দোলনটির নেপথ্যে কে রয়েছেন বা কোথা থেকে

এটি পরিচালিত হচ্ছে—তা নিয়ে জল্পনা তৈরি করে মূল বিষয়টি থেকে নজর ঘোরানো অনুচিত। আমাদের দাবি অত্যন্ত সহজ: জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং গ্রাহকের কথা শোনার অধিকার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক ব্যঙ্গাত্মক পোস্টে সিজেপি-র প্রতিবাদকে 'সিজন ১' হিসেবে উল্লেখ করে গড়কড়ির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে আগামী 'সিজন ২' বলা হচ্ছে। মোদি সরকারের ই২০ নীতির বিরুদ্ধে ডিজিটাল প্রচার, আরটিআই আবেদন এবং সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনের মাধ্যমে ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে উঠেছে। এমনকি ইথানল-মুক্ত পেট্রোলের বিকল্প ব্যবস্থা বজায় রাখারও দাবি জানানো হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর আগেই গত মাসে বাস্তবায়িত হওয়া এই নীতির পর থেকে বিভিন্ন যানবাহন মালিকরা ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক ক্ষয়, জ্বালানি ট্যাঙ্ক, কার্বুরেটর ও ফুয়েল লাইনে নানা ধরনের ত্রুটির অভিযোগ তুলেছেন। মূল সমস্যা হল, যানবাহন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো ই২০ জ্বালানির জন্য তাদের ইঞ্জিন প্রস্তুত করার আগেই এই নীতি তড়িঘড়ি চালু করে দেওয়া হয়। ফলে বাধ্য হয়েই গাড়ি চালকদের ই১০ বা তার কম ইথানল মিশ্রণের জন্য তৈরি ইঞ্জিনে নতুন ই২০ পেট্রোল ব্যবহার করতে হচ্ছে। তবে তীব্র ক্ষোভ ও বিতর্কের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছে যে, পেট্রোল ট্যাঙ্কে জং ধরা, মাইলেজ অস্বাভাবিক কমে যাওয়া বা পিক-আপ হ্রাসের মতো বিষয়ে মোটরযান প্রস্তুতকারক সংস্থা, অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন বা উপভোক্তা সংগঠনগুলোর কাছ থেকে ই২০ জ্বালানি সংক্রান্ত নিশ্চিত প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো বিপুল সংখ্যক লিখিত অভিযোগ এখনো পাওয়া যায়নি।

কৃষি দফতরের ভরতুকি নেন

কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী নিজেই!

নয়াদিল্লি: লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বিস্ফোরক প্রশ্নের মুখে জাতীয় উদ্যানপালন পর্ষদের (এনএইচবি) ভরতুকি বণ্টন ব্যবস্থার মারাত্মক গলদ এবং স্বার্থের সংঘাতের নজির সামনে এল। সংসদে সরকারের দেওয়া এক লিখিত জবাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, খোদ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ভাগীরথ চৌধুরী এবং বিজেপি সাংসদ লুম্বা রাম স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যানপালন পরিকল্পনা থেকে সরকারি অর্থ বা ভরতুকি লাভ করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় উত্থাপিত প্রশ্নে জানতে চেয়েছিলেন যে, গত পাঁচ বছরে কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ বা তাঁদের পরিবারের সদস্য জাতীয় উদ্যানপালন পর্ষদের স্কিমের আওতায় কোনও সরকারি ভরতুকি পেয়েছেন কি না এবং এই ধরনের জনপ্রতিনিধিদের সরকারি অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনো 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' (স্বার্থের সংঘাত) বা রিকিউসাল নীতি (বিষয়টি থেকে স্বতঃপ্রণোদিত দূরত্ব বজায় রাখা) রয়েছে কি না। উত্তরে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর জানান, রাজস্থানের সিরোহির সাংসদ লুম্বা রাম ২০২৫ সালে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রককেরই দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভাগীরথ চৌধুরী ২০২৬ সালে এনএইচবি-র অধীনস্থ সরকারি ভরতুকি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিতর্কের আবহ তৈরি হলে এবং বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিমন্ত্রী ভাগীরথ চৌধুরী উক্ত ভরতুকির টাকা ব্যাঙ্কে ফেরত পাঠিয়েছেন বলে দাবি করা হয় এবং পর্ষদকে সেই অর্থ ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর তথ্যটি উঠে এসেছে অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে। সরকার প্রকাশ্যে মেনে নিয়েছে যে, বর্তমানে জাতীয় উদ্যানপালন পর্ষদের নিয়মে জনপ্রতিনিধি বা তাঁদের স্বজনদের আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' বা রিকিউসাল নীতিসংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট বিধি বা বিধিনিষেধের অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ, নীতিগতভাবে একজন মন্ত্রী নিজের বা অন্য কোনও প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে নিজের পদের সুবিধা পাচ্ছেন কি না, তা আটকানোর মতো কোনও আইনি বা প্রশাসনিক রক্ষাকবচ এখনও পর্যন্ত পর্ষদের গাইডলাইনেই রাখা হয়নি। এমনিতেই এনএইচবি-র ভরতুকি প্রদানের ক্ষেত্রে একাধিক জটিল প্রক্রিয়া—যেমন ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুরি, পর্ষদের মূল্যায়ন কমিটি, যৌথ পরিদর্শন এবং আন্তঃমন্ত্রালয় প্রকল্প অনুমোদন কমিটির দীর্ঘ যাচাই ব্যবস্থার কথা সরকার তুলে ধরলেও, নীতিগত ফাঁকফোকর যে রয়েই গেছে, তা এই জবাবেই স্পষ্ট। স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমস্ত আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা এবং জিপিএস ও গুগল ম্যাপের মাধ্যমে 'জিও-কোঅর্ডিনেটস' যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা হলেও, ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিবর্গ কীভাবে নিজেদের দপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প থেকেই লাভবান হচ্ছেন, তা নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সংসদের এই উন্মোচন স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, যেখানে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের ভর্তুকি পেতে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার ফাঁসে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়, সেখানে কোনও সুনির্দিষ্ট 'স্বার্থের সংঘাত নীতি' না থাকার সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীদের পকেটে কীভাবে সরকারি তহবিল পৌঁছে যাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের নীতিমালায় এই গুরুতর গলদ ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে আগামী দিনে রাজনৈতিক জলঘোলা আরও বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অভিষেকের প্রশ্নে বিতর্কের মুখে টাকা ফেরতের সাফাই

স্টেথোস্কোপ
29 July, 2026 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু হলে অনেক সময় শুরুর দিকে মুখ তেতো হয়ে যায়। পরে সেটা কেটে যায় অনেক সময়ই। এই পিরিয়ডে হালকা সহজপাচ্য খাবার খান। তেলমশলা জাতীয় খাবার বা ফাস্ট ফুড খাবেন না— এতে পেটের সমস্যা কমবে

অ্যান্টিবায়োটিকের গেরো

কথায় কথায় মুড়ি-মুড়কির অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া কোনও কাজের কথা নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে তার অন্যথা হলেই সেটা হয়ে যেতে পারে আপনার 'অ্যান্টি'। যাকে বলে 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স'। তা আর কাজ করে না রোগীর শরীরে। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আকস্মিকভাবে স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার ওপর ছত্রাকের প্রভাব লক্ষ্য করে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এটাই ছিল বিশ্বের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক। এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটায় এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ নিরাময়ে নতুন যুগের সূচনা করে। প্রথম বাণিজ্যিকভাবে তৈরি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগ প্রন্টোসিল তৈরি করেছিলেন গেরহার্ড ডোমাগক।

অ্যান্টিবায়োটিক কি অ্যান্টি

ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। এই সব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার কোষের পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়ে। তাঁদের বংশবৃদ্ধি আটকায় অথবা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। এগুলি কোষ প্রাচীর বা ডিএনএর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটেরিয়া উপাদানগুলিকেও ধ্বংস করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করতে বাধা দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ

বিশেষজ্ঞদের মতে অনেক সময়েই দেখা যায়, রোগী অ্যান্টিবায়োটিকের 'কোর্স' সম্পূর্ণ করছেন না। অনেকেই এটা জেনেবুঝেই করেন। হয় প্রয়োজন নেই তবু নিজেই খেয়ে ফেলছেন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই আবার কেউ অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সই হয়তো শেষ করলেন না! ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধে দেহের ভিতরে ব্যাক্টেরিয়ার জিনগত পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজই করে না। আবার কখনও কখনও রোগের প্রথম ধাপেই রোগীকে প্রয়োজনের তুলনায় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় অনেক বেশি পরিমাণে। ফলে কমে যায় সেই প্রতিষেধকের কার্যক্ষমতা। এই অপব্যবহারের ফলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় এবং উপকারী অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতি হয়।

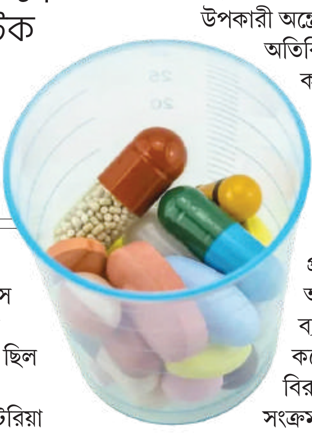

অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে তা অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতি করে, যার ফলে পেটের সমস্যা এবং দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

ব্যাকটেরিয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলি ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা তৈরি করে, যা সংক্রমণের চিকিৎসা করা কঠিন করে তোলে।

কোন ধরনের রোগে অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই

পেটের অসুখ বা ভাইরাল সংক্রমণ (সর্দি, ফ্লু, বেশিরভাগ ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে) কমন কোল্ড কণ্ঠনালির ক্ষত, সাইনাসের সংক্রমণ, কোভিড ১৯-এর মতো সমস্যায় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না। তবু অনেক সময় রোগীকে অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। ফলে সমস্যা জটিল হয়। সংক্রমণের ধরন দেখে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স দিতে হবে।

কখন বুঝবেন সত্যি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন

- প্রবল জ্বর। দু-দিন গড়িয়ে গেছে জ্বরের ওষুধ খেয়েও সেই জ্বর কমছে না।
- উপসর্গ খারাপের দিকে গড়ায়, রক্তের রিপোর্টে যদি ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি থাকে।
- কানে ব্যথা, ক্রমাগত কাশি বা গলাব্যথা।
- প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া, মূত্রনালির সংক্রমণ,
- সংক্রমিত ক্ষত ঘা, পুঁজ, ফোলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন রয়েছে তবে তার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

হালকা সংক্রমণের অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প

- প্রোবায়োটিক খুব ভাল অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যে। এটা নির্দিষ্ট কিছু সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- হালকা মাথার যন্ত্রণা বা সাইনাসের ব্যথা বা নাক বন্ধ থাকলে নাসাল স্প্রে ব্যবহার করুন।
- গলায় ব্যথা হলে মধু খান দিনে তিনবার।
- বিশ্রাম নিন পুরোদমে কারণ শরীর রেস্ট মোডে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই ১০-১৪ দিনের মধ্যে অনেক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে। তখন রোগ আপনা হতে কমতে থাকে।

অ্যান্টিবায়োটিকের নিয়ম

অ্যান্টিবায়োটিক একটা সময় ছিল প্রাণদায়ী। কিন্তু আজ এর যথেচ্ছ ব্যবহার মানব শরীরে ব্যাপক ক্ষতি করছে। অনেক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিন্তিত। চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াকে চেনা যায় না, সে ক্ষেত্রে এমন কিছু অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসক প্রেসক্রাইব করেন যেগুলি একাধিক ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। এতে কাজ তো হয় কিন্তু অন্যদিকে অ্যান্টিবায়োটিকে প্রতিরোধ জন্মানোর আশঙ্কাও বাড়ে। অ্যান্টিবায়োটিক বাছবিচার করতে পারেন না। ভাল এবং খারাপ যে ব্যাকটেরিয়াই হোক না কেন স্পর্শকাতর মনে হলেই সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এই কারণেই ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হলে অ্যান্টিবায়োটিক খাবার ক'দিন পর থেকেই ডায়ারিয়া, মুখের স্বাদ চলে যাওয়া, খেতে না পারা, শারীরিক দুর্বলতা, রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়া, অ্যালার্জি জাতীয় সমস্যা দেখা দেয়। অ্যান্টিবায়োটিক গর্ভনিরোধক ওষুধের কার্যক্ষমতাও কমিয়ে দিতে পারে। দেখা দেয় নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। তাই অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলুন।

- অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স শুরু হবার পরে যদি প্রথমদিনের পরেই বমি, প্রবল পেট খারাপ বা অ্যালার্জির মতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দরকারে ওই গ্রুপের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিন।
- যতদিন কোর্স চলবে প্রচুর পরিমাণে জল খান দিনে দু থেকে তিন লিটার। জল ছাড়া ফলের রস এবং ডালজাতীয় তরল পানীয় খান।
- অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই মাঝপথে খাওয়া বন্ধ করে দেবেন না। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেও কোর্সটা কমপ্লিট করুন।
- বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া নিজে মুড়ি মুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না।
- অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে অ্যান্টাসিড এবং ভিটামিন খান। কারণ অনেক সময় কড়া ওষুধ বলে হজমের সমস্যা হতে পারে।

মেসির উপহার নিয়ে সতীর্থ মার্কোস সেনেসির স্ত্রী

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

বিশ্বকাপের পর বান্ধবীর সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন এমবাপে।

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা আর্চি গুডবার্ন কমনওয়েলথ গেমস সাঁতারে ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকের ফাইনালে।

গ্লাসগো গেমসে বক্সিংয়ে শেষ আটে পৌঁছনোর পর সাক্ষী চৌধরি।

প্লে-স্টেশনের প্রচারে ভিনিসিয়াস জুনিয়র।

প্রি-সিজন সারতে বার্মিংহ্যামে পৌঁছলেন বার্সার ফুটবলাররা।

টানা পাঁচটি উইকেট-মেডেনে নজির ক্যারিবিয়ান পেসার গ্রিভসের।

একটি জুয়েলারি সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন ধোনি।

মাঠে ময়দানে
29 July, 2026 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইভরি কোস্টের ১৯ বছর বয়সী তরুণ স্ট্রাইকার ইয়ান দিয়োমান্দে যোগ দিচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদে

এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম

ফ্রান্সের কোচ হয়ে বার্তা জিদানের

সাংবাদিক বৈঠকে ফ্রান্স ফুটবল সংস্থার প্রধানের সঙ্গে জিদান।

প্যারিস, ২৮ জুলাই : দিদিয়ের দেশঁর উত্তরসূরি হিসাবে তিনি যে দায়িত্ব নিচ্ছেন, সেটা আগেই জানা ছিল। মঙ্গলবার জাতীয় দলের নতুন কোচ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে জিনেদিন জিদানের নাম ঘোষণা করল ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন। আর দায়িত্ব পেয়েই জিদান জানিয়েছেন, তিনি ফ্রান্সের কোচ হওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। এই দায়িত্ব তাঁর কাছে গর্বের।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জিদানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি ফুটবল সংস্থার প্রধান ফিলিপ ডিয়ালো। তিনি জানিয়েছেন, জিদানের সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে। ৫৪ বছর বয়সী জিদান সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, আমি অনেকবারই বলেছি, ফ্রান্স জাতীয় দলের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। তাই জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়াটা আনন্দের পাশাপাশি অনেক বড় একটা গর্বের ব্যাপার। গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ক্লাবের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ আমার লক্ষ্য ছিল শুধু ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া।

ফরাসি কিংবদন্তি আরও বলেছেন, এটা একটা বিশাল দায়িত্বও বটে। আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপ ডিয়ালো এবং কার্যনির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদিয়ের দেশঁ এবং তাঁর স্টাফদের ১৪ বছরের অবদানকেও আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমার সব কোচদের কথাও আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ফরাসি দলকে নিয়ে আমার বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। প্রসঙ্গত, ফ্রান্সের কোচ হিসাবে জিদানের প্রথম ম্যাচ আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর। নেশনস লিগ তুরস্কের ম্যাচ দিয়েই কোচিং জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করবেন তিনি।

ফুটবলার হিসাবে ফ্রান্সকে ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ ও ২০০০ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতিয়েছিলেন। ফুটবলের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে তার নাম উচ্চারিত হয় আজও। তবে কোচিং ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি ক্লাবের দায়িত্ব পালন করেছেন জিদান। সেটি রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু সেই এক ক্লাবেই তিনি গড়েছেন অনন্য এক ইতিহাস। তাঁর কোচিংয়ে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে টানা তিনবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল রিয়াল মাদ্রিদ।

এবার সেই সাফল্যের ছাপ জাতীয় দলেও রাখতে পারবেন কি না, সেটিই এখন দেখার অপেক্ষা। বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি খেলোয়াড় এবং ইতিহাস গড়া ক্লাব কোচ হিসেবে জিদানের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, ফ্রান্সকে আবারও বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ আসনে ফিরিয়ে নেওয়া।

বিশ্বকাপের সেরা গোল কাব্রালের

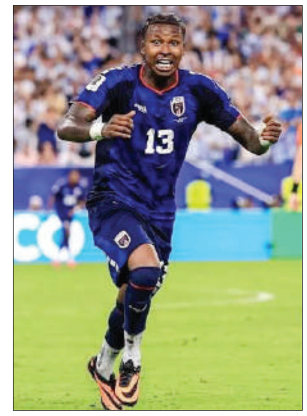

ওই গোলের পর কাব্রালের উচ্ছ্বাস।

জুরিখ, ২৮ জুলাই : সদ্যসমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপের সেরা গোল বেছে নিল ফিফা। দর্শকদের ভোটাভুটিতে সেরা গোলের সম্মান পেয়েছে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ ৩২-র ম্যাচে করা কেপ ভার্দের সিডনি লোপেজ কাব্রালের করা গোলটি।

২০২৬ বিশ্বকাপে মোট ৩০৮টি গোল হয়েছে। তার মধ্যেই ১২টি গোল বেছে নিয়েছিল ফিফা। সেই গোলগুলির মধ্যেই দর্শকেরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিয়েছেন। কঙ্গোর বিরুদ্ধে উজবেকিস্তানের এলডর শমুরোদভের গোল ও মরক্কোর বিরুদ্ধে হাইতির উইলসন ইসিডরের গোল ছাপিয়ে সেরার শিরোপা পেয়েছে কাব্রালের গোল।

লিওনেল মেসিদের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে বাঁ প্রান্তে বল ধরে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে গোল করেন কাব্রাল। গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ বলের কাছেও পৌঁছোতে পারেননি। সেই গোলকেই এবারের বিশ্বকাপের সেরা গোল বেছে নিয়েছেন দর্শকেরা।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নেমেই গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে কেপ ভার্দে। মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই অপরাজিত ছিল। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনকে আটকে দিয়েছিল কেপ ভার্দে। রাতারাতি নায়ক হয়ে উঠেছেন কেপ ভার্দের ভোজিনহা। বিশ্বকাপের সেরা একাদশে স্থান করে নিয়েছিলেন ৪০ বছরের বর্ষিয়ান এই গোলরক্ষক।

বিরাট-রোহিতে ভরসা জাহিরের

করাচি, ২৮ জুলাই : আগামী বছরের একদিনের বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে দেখছেন জাহির আব্বাস। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বিরাট ও রোহিত দু'জনেই গ্রেট ক্রিকেটার। তাছাড়া বড় মঞ্চে খেলার বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে। আগামী বছরের বিশ্বকাপে ওদের না খেলানোর কোনও কারণ আমি অন্তত দেখছি না। যতদিন ওরা দু'জন পারফর্ম করছে, বয়স কোনও ফ্যাক্টর হতে পারে না।

জাহির আরও বলেছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিতের সেঞ্চুরির ইনিংস আমি দেখেছি। অসাধারণ ব্যাট করেছে। ওকে ব্যাট করতে দেখা চোখের আরাম। এত সহজে বড় শট খেলে যে, মুগ্ধ হতে হয়। তাছাড়া অবিশ্বাস্য টাইমিং। বিরাটকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। অসাধারণ ব্যাটার। এই বয়সেও অসম্ভব ফিট। ধারাবাহিকভাবে রানও করছে। তাই ওদের দু'জনকে ছাড়া বিশ্বকাপে ভারতীয় দল আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

জকোর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন সাবালেঙ্কা

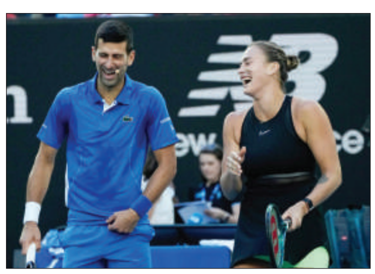

নিউ ইয়র্ক, ২৮ জুলাই : গতবারের মতো এবারও আসন্ন ইউএস ওপেনে জুটি বাঁধতে চলেছেন নোভাক জকোভিচ ও আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। গত বছর থেকেই এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আলাদা করে মিক্সড ডাবলস ইভেন্ট আয়োজন করা শুরু করেছেন আয়োজকরা। আগামী ২৫-২৬ আগস্ট, দুই দিন ধরে মূল পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ইউএস ওপেন ২০২৬

ইউএস ওপেনের দুটি বৃহত্তম ভেন্যু আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম ও লুই আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

টুর্নামেন্টের আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জকোভিচ-সাবালেঙ্কা জুটি ছাড়াও, মিক্সড ডাবলসে অংশগ্রহণ করবেন ইগা সুইয়াটেক-ক্যাসপার রুড জুটি। এছাড়া বাকি তারকা জুটিগুলি হল—এলেনা রাইবাকিনা-টেলর ফ্রিটজ, নাওমি ওসাকা-কেই নিশিকোরি এবং জেসিকা পেগুলা-জ্যাক ড্রেপার। তবে সেরা আকর্ষণ অবশ্যই মেয়েদের সিঙ্গলসের এক নম্বর তারকা সাবালেঙ্কা ও ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবজয়ী জকোভিচের জুটি।

সেমিফাইনাল পর্যন্ত ম্যাচের ফরম্যাট হবে সেরা তিন সেটের। যেখানে প্রতিটি সেট হবে চার গেমের। ৪-৪ স্কোরে টাইব্রেকার এবং তৃতীয় সেটের পরিবর্তে একটি ১০-পয়েন্টের ম্যাচ টাইব্রেকার থাকবে। ফাইনালে প্রতিটি সেট ছয় গেমের হবে এবং ৬-৬ গেমে টাইব্রেকার অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে ১০ পয়েন্টের ম্যাচ টাইব্রেকারও খেলা হবে।

বিতর্কে মালদিনির ইস্তফা

ইতালির দায়িত্বে ফিরলেন মানচিনি

রোম, ২৮ জুলাই : কোচ নিয়ে বিতর্কের অবসান। তিন বছর পর আবার ইতালির দায়িত্ব নিচ্ছেন রবার্তো মানচিনি। চার বছর আগে তাঁর কোচিংয়েই ইউরো কাপ জিতেছিল ইতালি। সেই মানচিনির কাঁধেই দেশের ফুটবলের সুদিন ফেরানোর দায়িত্ব তুলে দিল ইতালি ফুটবল ফেডারেশন। একইসঙ্গে দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হলেন ক্লদিও রানিয়েরি। ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি জিওভান্নি মালাগো মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন।

রাশিয়ার একটি বেটিং সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের জেরে ইতালির জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হওয়ার দৌড় থেকে ছিটকে যান আন্দ্রে পিরলো। বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার বাতিল হওয়ায় ক্ষুব্ধ ইতালির প্রাক্তন অধিনায়ক পাওলো মালদিনি পদত্যাগ করেছেন। মাত্র ১৬ দিন আগেই জাতীয় দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মালদিনি এবং তাঁর উপদেষ্টা লিওনার্দো। মালদিনির সঙ্গে ইস্তফা দিয়েছেন লিওনার্দোও।

মালদিনির মাধ্যমেই পিরলোকে ইতালির কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন বিশ্বজয়ী রাজিও হয়ে যান জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে। এরপরই তাঁর সঙ্গে বেটিং সংস্থার স্পনসরশিপ চুক্তির বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ইতালির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তাঁকে কোচ করার বিরুদ্ধে সরব হন। এতেই ক্ষুব্ধ মালদিনিরা দায়িত্ব ছাড়েন।

নিয়মের ভুল ব্যাখ্যায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে এমবোলোকে লাল কার্ড। জানাল আইএফএবি

সোনা শর্মিলার, রুপো সর্বেশদের

প্যারা শটপাটে দুই পদকজয়ী শিল্পা ও শর্মিলা।

গ্লাসগো, ২৮ জুলাই : কমনওয়েলথ গেমসে দাপট দেখাচ্ছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। মেয়েদের এফ-৫৭ প্যারা শটপাট ইভেন্ট থেকে এসেছে জোড়া পদক। ৯.৮১ মিটার থ্রো করে সোনা জিতেছেন শর্মিলা ধনকড়। ওই ইভেন্টেই ভারতের শিল্পা কে শায়লা ৭.২৬ মিটার থ্রো করে ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

এদিকে, পুরুষদের ৭৯ কেজি ভারোত্তোলনে মাত্র ১ কেজির জন্য সোনা হাতছাড়া হল ভল্লুরি অজয় বাবু। শুরু থেকেই সোনার দৌড়ে ছিলেন ভারতীয় ভারোত্তোলক। স্ন্যাচে ১৪৯ কেজি তুলে এগিয়েও যান। কিন্তু ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১৮১ কেজি তুলেও শেষ পর্যন্ত সোনা হাতছাড়া হয়। মোট ৩৩০ কেজি তুলে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অজয়কে। আর ৩৩১ কেজি তুলে সোনা জিতে নেন মালয়েশিয়ার এরি হিদায়াত মহম্মদ। মাত্র ১ কেজির ব্যবধানই বড় ফারাক গড়ে দেয়। মজার কথা, ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে পদক জিতেছিলেন অজয়ের বাবা ভাল্লুরি শ্রীনিবাস। ১৬ বছর পর গ্লাসগোতে সেই সাফল্যের ধারা বজায় রাখলেন অজয়।

অন্যদিকে, পুরুষদের হাই জাম্পের ফাইনালে ২.২৬ মিটার টপকে রুপোর পদক নিশ্চিত করেন সর্বেশ অনিল কুশারে। ধারাবাহিক ভাবে ভাল পারফরম্যান্স ছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত সর্বেশের হাত ধরেই ভারতের পদক তালিকায় আরও একটি রুপো যোগ হল। প্রসঙ্গত, কমনওয়েলথ গেমসে পুরুষদের হাই জাম্পে এই প্রথমবার রুপো পেল ভারত।

নির্যাতন-মুক্ত মেয়ের স্বপ্নপূরণ

গ্লাসগো, ২৮ জুলাই : পোলিওতে হরিয়ানার মেয়ের বাঁ-পা নষ্ট হয়ে যায় মাত্র দু'বছর বয়সে। খুব অল্প বয়সে বিয়েও হয়ে যায়। ছ'বছর আগেও জানতেন না তাঁর জীবনে আসতে চলেছে এমন একটি স্বপ্নের মুহূর্ত। প্যারা শট পাটে ৯.৮১ মিটার ছুড়ে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছেন সেই মেয়ে শর্মিলা ধনকড়। অথচ কয়েক বছর আগেও বধূ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন সোনার মেয়ে।

গ্লাসগোয় সোনা জিতে জীবনের অন্ধকার সময়ের কঠিন লড়াই ফাঁস করেছেন ৪০ বছরের প্যারা অ্যাথলিট। মাত্র ১৮ বছরে বিয়ের পর প্রথম স্বামীর নির্যাতনের কারণে দুই সন্তানকে নিয়ে বাবা-মার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন শর্মিলা। তিনি বলছিলেন, এমনও রাত কেটেছে যখন ১১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত প্রথম স্বামীর হাতে মার খেতে হয়েছিল। এমনকি শ্বশুরবাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেই রাতেই ঠিক করেছিলাম নতুন লড়াই শুরু করব। এখানে আর নয়।

শর্মিলার জীবন পাল্টাতে শুরু করে দ্বিতীয় বিবাহের পর। বর্তমান স্বামী অজিত সিংয়ের উৎসাহেই প্যারা শট পাটে নামা। কোচ টেক চাঁদের অধীনে নতুন লড়াই শুরু। সোনার মেয়ের কথায়, খেলাধুলাই আমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা পেয়েছি। এবার একটা নতুন বাড়ি কিনতে চাই। একটা সরকারি চাকরি হলে খুব ভাল হয়।

ডুরান্ডে খেলবেন টাইগার

মুম্বই, ২৮ জুলাই : বলিউড তারকা টাইগার শ্রফ আদ্যন্ত ফুটবলপ্রেমী। নিয়মিত মুম্বইয়ে অনুশীলন করেন। জ্যাকি শ্রফের পুত্রকে এবার ডুরান্ড কাপে খেলতে যাবে মুম্বে এফসি-র হয়ে। বম্বে ও মুম্বইয়ের নাম মিশিয়ে ক্লাবের নাম মুম্বে এফসি। এই নামেই এবারের ডুরান্ড কাপে অংশ নিচ্ছে বাণিজ্যনগরীর ক্লাব। ৩ অগাস্ট থেকে শিলংয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ টাইগারদের। মুম্বে এফসি-র কর্ণধার জোহেব আমরানি বলেছেন, দলে টাইগারের নামের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে। দলের সঙ্গে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছে। শিলংয়ে গ্রুপ পর্বের অন্তত একটি ম্যাচে খেলতে পারে। তবে টাইগারের মতো তারকার নিরাপত্তার বিষয়টাও গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। চেষ্টা করছি, যাতে কোনও সমস্যা না হয়।

এলেন নাচো, লিগে ছুটছে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ৫ পাঠচক্র ১

প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপে ডার্বি হারের ধাক্কা সামলে কলকাতা লিগে দাপট অব্যাহত রাখল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে সমর্থকদের সামনে পাঠচক্রকে কার্যত একপেশে ম্যাচে ৫-১ গোলে চূর্ণ করল মশালবাহিনী। বিষ্ণু, জেসিনকে ছাড়া এই পারফরম্যান্সে খুশি কোচ। লিগে টানা চার জয়ে গ্রুপ শীর্ষেই ইস্টবেঙ্গল।

এদিনই আবার ভোর রাতে শহরে এসে বিকেলে সিনিয়র দলের অনুশীলনে যোগ দেন স্প্যানিশ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে। শহরে এসে তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গলকে ফের আইএসএল জেতাতে চান। এদিন অনুশীলনে যোগ দেন নরেন্দ্র গেহলেটও।

লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন আকাশ হেমব্রম ও উত্তম হাঁসদা। একটি গোল বিলালের। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ হাতে রাখে ইস্টবেঙ্গল। মাত্র পাঁচ মিনিটের মাথায় আকাশের গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। সৌভিক অধিকারীর গোলে সমতা ফেরায় পাঠচক্র।

১-১ হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে। প্রতিপক্ষকে আর কোনও সুযোগই দেয়নি তারা।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস আকাশের।

বিরতির আগেই স্কোরলাইন ৩-১ করে ইস্টবেঙ্গল। ২১ মিনিটে উত্তমের গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে তারা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফের সেই উত্তমই গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছন্দ ধরে রেখে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখে ইস্টবেঙ্গল। ৬৩ মিনিটে আকাশ নিজের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান ৪-১ করেন। ম্যাচের শেষ লগ্নে বিলালের গোলে বড় জয় নিশ্চিত করে লাল-হলুদ।

সেরা আনোয়ার

ভারত গৌরব প্রীতম-সঞ্জীব

প্রতিবেদন : আগামি ১ অগাস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে 'ভারত গৌরব' সম্মানে ভূষিত হবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তী ও অর্থনীতিবিদ ডাঃ সঞ্জীব স্যান্যাল। ক্লাবের ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পাচ্ছেন যথাক্রমে আনোয়ার আলি ও সাথী দেবনাথ। এবার জীবনকৃতী সম্মান পাচ্ছেন লাল-হলুদের দুই প্রাক্তনী বলাই মুখোপাধ্যায় ও তরুণ দে। সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পাচ্ছেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। 'প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মান পাচ্ছেন মহিলা ফুটবলার সুলঞ্জনা রাউল। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নামাঙ্কিত সেরা কোচের সম্মান পাচ্ছেন বিনো জর্জ। বর্ষসেরা ক্রিকেটার ঋতম পোড়েল। বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হবেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও আরও অনেককেই পুরস্কৃত করবে ক্লাব।

আজ মোহনবাগান দিবস : মোহনবাগান দিবস উপলক্ষে সেজে উঠেছে ক্লাব তাঁবু। এবার দু'দিন ধরে উদযাপন হবে দিনটি। বুধবার ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি প্রাক্তনদের ম্যাচ আয়োজিত হবে। মোহনবাগানরত্ন প্রদান অনুষ্ঠান হবে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে। এবার প্রয়াত সচিব অঞ্জন মিত্রকে মরণোত্তর রত্ন সম্মান দিচ্ছে ক্লাব।

বাগানের জয়ে বিতর্কে রেফারিং

মোহনবাগান ১ ইউনাইটেড কলকাতা ০

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের বড় জয়ের দিন মোহনবাগান কষ্ট করেই তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল। সুহেল ভাটের করা একমাত্র গোলে সবুজ-মেরুন ১-০ ব্যবধানে হারাল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবকে। তবে ম্যাচে খারাপ রেফারিংয়ের শিকার দু'দলই। বিশেষ করে ভুগতে বেশি হল মোহনবাগানকে। তাদের একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হল। একটি নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিতও হয়েছে মোহনবাগান।

সুহেলের গোল-উৎসব।

প্রথমার্ধ যতটা ম্যাড়ম্যাড়ে, দ্বিতীয়ার্ধ ততটাই ঘটনাবহুল। সুহেল একটা গোল করলেও গোটা ম্যাচে যা সুযোগ নষ্ট করলেন, তা দেখে ভিভিআইপি বক্সে মাথায় হাত দিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন মোহনবাগানের সিনিয়র দলের হেড কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস। ইউনাইটেড কলকাতার ফুটবলাররা রাফ ফুটবল খেলে মোহনবাগানকে সমস্যায় ফেলেন। খেলার পাঁচ মিনিটের মাথায় নবাগত গোগোচার গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। ৪৩ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাস থেকে গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন সুহেল। এরপর একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন কাশ্মীরি ফুটবলার। ৮৭ মিনিটে সায়নকে ফাউল করে লাল কার্ড (দ্বিতীয় হলুদ) দেখেন ইউনাইটেডের অমিত টুডু। সংযুক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন জবি জাস্টিনও। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাঠের আবহ। ম্যাচের পর রেফারির উপর চড়াও হন মোহনবাগানের আধিকারিকরা। বিস্ফোরক মোহনবাগান কোচ বাস্তব রায় বলেন, হয় রেফারি ম্যাচ খেলানোর অযোগ্য, নয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মাঠে ময়দানে
29 July, 2026 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে গড়াপেটার অভিযোগ, জেল হেফাজতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী মনজোৎ কালরা

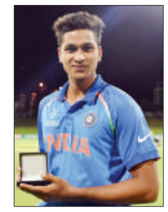

শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল ঘোষণা বোর্ডের

ফিটনেস পরীক্ষা দেবেন বুমরা, নতুন মুখ সারাংশ

মুম্বই, ২৮ জুলাই : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। চোট সমস্যায় জর্জরিত ভারতীয় দল বাছতে রীতিমতো হিমশিম খেলেন নির্বাচকরা।

১৫ জনের দলে রয়েছে জসপ্রীত বুমরা। তবে শর্তসাপেক্ষে। সফরের আগে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে গিয়ে ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে বুমরাকে। ছাড়পত্র পেলে তবেই তিনি দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাবেন। বোর্ড সূত্রে খবর, শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ শুরু হতে এখনও তিন সপ্তাহ বাকি রয়েছে। পর্যাপ্ত সময় হাতে রয়েছে। ভারতীয় পেসারের এই মুহূর্তে রিকভারি চলছে। বোর্ডের মত, বুমরার হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে 'রিকভারি' শেষ করে টেস্ট দলে যোগ দেওয়ার। তাই স্কোয়াডে তাঁর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে।

সারাংশ জৈন

একই শর্ত রয়েছে সাই সুদর্শনের ক্ষেত্রেও। তাঁকেও সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে গিয়ে ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে। তবে চোট সারিয়ে আবার ভারতের টেস্ট দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজা। অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর প্রথম টেস্টের জন্য নেই। দ্বিতীয় টেস্টে ১৬তম সদস্য হিসাবে দলে ঢুকবেন তিনি। ওয়াশিংটন না থাকার কারণেই সম্ভবত দলে ফেরানো হয়েছে জাদেজাকে। আইপিএলে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট কাটিয়ে উঠেছেন ভারতের অভিজ্ঞ বাঁহাতি অলরাউন্ডার।

জাডেজা ছাড়াও স্পিনার হিসাবে রয়েছেন কুলদীপ যাদব ও মানব সুতার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মধ্যপ্রদেশের হয়ে ১৮১ উইকেট নেওয়া ৩৩ বছরের সারাংশ জৈনকেও দলে নেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কার উইকেটে স্পিনারেরা সুবিধা পান। তাই বেশি স্পিনার রাখা হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় অভিষেক হতে পারে সারাংশের। প্রত্যাশা মতোই দলের অধিনায়ক শুভমন গিল। সহ-অধিনায়ক কে এল রাহুল। আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। দুই উ উ ই কেট কিপ ার ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল রয়েছেন দলে। প্রয়োজনে জুরেলকে ব্যাটার হিসাবে খেলানো হতে পারে। মিডল অর্ডারে খেলা দেবদত্ত পাড়িক্কলকেও নেওয়া হয়েছে।

বুমরা অনিশ্চিত থাকায় পেস আক্রমণের দায়িত্ব সামলাতে হতে পারে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও গুরনুর ব্রারকে। এক দিনের দলে নজর কাড়ায় এবার টেস্ট দলেও জায়গা হয়েছে পঞ্জাবের পেসার গুরনুরের। ১৫ অগস্ট থেকে শুরু টেস্ট সিরিজ়। গলে হবে প্রথম টেস্ট। ২৩ অগস্ট থেকে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলবে ভারত। সিরিজ় শুরুর আগে ৭ অগস্ট থেকে চারদিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন শুভমনেরা।

ঘোষিত দল: শুভমন গিল (অধিনায়ক), কে এল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, দেবদত্ত পাড়িক্কল, সারাংশ জৈন, ওয়াশিংটন সুন্দর (দ্বিতীয় টেস্ট)।

বিশ্বকাপে শট নির্বাচন খুব জরুরি : সানি

মুম্বই, ২৮ জুলাই : আগামী বছরের একদিনের বিশ্বকাপ নিয়ে মুখ খুললেন সুনীল গাভাসকর। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতে হবে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ। সেই কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বোর্ডকে একটি পরামর্শ দিলেন কিংবদন্তি ভারতীয় ওপেনার। তিনি জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ার মাঠগুলো আয়তনে বড়। তাই ভারতের মাঠগুলোর বাউন্ডারি বড় করার পরামর্শ দিয়েছেন। সানির বক্তব্য, ভারতের মাটিতে সিরিজ় চলাকালীন মাঠের বাউন্ডারি বড় করতে হবে। তা হলে বিশ্বকাপের সময় আমাদের ব্যাটারদের বড় শট মারতে সমস্যা হবে না। বাউন্ডারির পাশে এলইডি বোর্ডের জন্য অনেকটা জায়গা লাগে। তার পিছনেও বেশ কিছুটা জায়গা থাকে। তাই যদি সেই জায়গাটা ব্যবহার করা যায়, তা হলেই মাঠ বড় হয়ে যাবে। একই সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটারদের শট নির্বাচনেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। গাভাসকর বলেছেন, শট নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। বল দেখে খেলতে হবে। টি-২০ ক্রিকেটে অদ্ভুত শট খেলে রান করা যায়। একদিনের ক্রিকেটে তার প্রয়োজন নেই। ক্রিকেটীয় শট খেলেই বড় রান করা সম্ভব। সেটা সকলকে বুঝতে হবে। ঠিক করে নিতে হবে কার বলে মারব আর কার বলে মারব না। একটা দলের ৫-৬ জন বোলার একই মানের হয় না। টি-২০ ফরম্যাটে যেমন ৮ থেকে ১২ ওভার মারার সুযোগ থাকে, তেমনই একদিনের ক্রিকেটে ২০ থেকে ২৫ ওভার রান করার সুযোগ থাকে। সেটা কাজে লাগালে ৩৮০ রানও তাড়া করা সম্ভব।

টানা ৫ ওভার উইকেট মেডেন!

গ্রিভসের বিশ্বরেকর্ড

টারোবা, ২৮ জুলাই : টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শো বছরের ইতিহাসে প্রথমবার। টানা পাঁচ ওভারে পাঁচ উইকেট। আর প্রত্যেকটিই মেডেন ওভার। এই বিরল কৃতিত্বের নজির গড়লেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাস্টিন গ্রিভস। ক্যারিবিয়ান পেসারের দাপটে চাপে পাকিস্তান।

টেস্টের তৃতীয় দিন তখন পাকিস্তানের রান ৩ উইকেটে ২৪৪। শতরান করে খেলছেন শান মাসুদ। সঙ্গে রয়েছেন সলমন আঘা। তখনই বল করতে আসেন গ্রিভস। টানা পাঁচটি ওভার মেডেন করেন তিনি। প্রতিটি ওভারে নেন একটি করে উইকেট। প্রথমে ১০৯ রানের মাথায় মাসুদকে আউট করেন গ্রিভস। তার পর একে একে মহম্মদ রিজ়ওয়ান (১২), আমির জামাল (৩), আলি উসমান (০) ও মহম্মদ আব্বাসকে (০) আউট করেন তিনি। ৩ উইকেটে ২৪৪ রান থেকে ২৮২ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। ১১ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন গ্রিভস। এর আগে ২০১৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে টানা চারটি ওভার উইকেট মেডেন করেছিলেন ইংল্যান্ডের পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড।

তিন ঘণ্টায় হাজার বল খেলেছি: সূর্য

ফেরার লড়াই শুরু বিশ্বকাপজয়ী নেতার

মুম্বই, ২৮ জুলাই : জাতীয় দলে ফেরার লড়াই শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর নেতৃত্বেই টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু খারাপ ফর্মের কারণে দল থেকেই বাদ পড়ে গিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। যদিও প্রত্যাবর্তনের জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

মুম্বইয়ে বাসু পরাঞ্জপে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছেন সূর্য। সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই অনুশীলনের একটি ভিডিও দিয়েছেন তিনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ট্র্যাকে দৌড়াচ্ছেন সূর্য। পাশাপাশি নেটে ব্যাট করছেন। ক্যাপশনে সূর্য লিখেছেন, খুব মজা হল। দৌড়ালাম। তিন ঘণ্টায় হাজার বল খেললাম। খুব ভাল লাগছে।

প্রসঙ্গত, গত দু'বছর ব্যাট হাতে রান ছিল না। তাই জায়গা হারিয়েছেন। সেই কারণেই ব্যাটিংয়ের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে আবার নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের চোখে পড়তে চাইছেন। এই ভিডিওতে সম্ভবত টিম ম্যানেজমেন্টকে সেই বার্তাই দিলেন তিনি!

টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে সূর্য জানিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিকে সোনা জেতা এবং ওই বছরই টি-২০ বিশ্বকাপ জেতা। কিন্তু এরপর তিনি আর ভারতীয় দলে সুযোগ পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে সূর্য যে লড়াই ছাড়ছেন না, তা তাঁর এই পোস্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে।